Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Ashar 28, 1433 Bangla, July 12, 2026, Sunday, No. 187, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, government is working to reduce patient influx to Dhaka by improving healthcare services at district and upazila-level hospitals. [R. Today: 21]

Prime Minister's Adviser and PMO spokesperson Mahdi Amin has stated that govt. is working with utmost responsibility under Prime Minister's directives to support flood-hit people. [R. Today: 24]

Armed forces are working to assist administration in tackling flood situation in Chattogram, Cox's Bazar & three Hill Tracts districts - HSC & its equivalent examinations under Chattogram education board postponed till 16th July. [Jago FM: 08; 15]

Flood Forecasting and Warning Centre has informed that water levels of four rivers are flowing above danger level in country's six districts. [BBC: 04]

Government has taken initiative to introduce ration facilities for 12 to 20 grades government employees. [R. Today: 22]

BGB has thwarted an attempt by BSF to push-in 13 people into Bangladesh along Panchagarh border. [Jago FM: 19]

Bangladesh Jatri Kalyan Samity has informed, 360 students were killed in 320 road accidents across country between January and June this year. [Jago FM: 18]

U.S. has sought pledge from Iran publicly to stop attacks on commercial vessels in Strait of Hormuz. [DW: 06]

Fifteen Indian tourists have died in a speedboat capsize in Vietnam. [BBC: 26]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
আষাঢ় ২৮, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ১২, ২০২৬, রবিবার, নং- ১৮৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

ঢাকায় রোগীর চাপ কমাতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালকে আরও সক্ষম করতে কাজ করছে সরকার -- জানালেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [রে. টুডে: ২১]

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেছেন, সরকার সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বন্যার্ত মানুষের পাশে রয়েছে। [রে. টুডে: ২৪]

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করছে – আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা স্থগিত । [জাগো এফএম: ০৮; ১৫]

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, দেশের ছয়টি জেলায় চারটি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। [বিবিসি: ০৪]

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১২ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য রেশন সুবিধা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। [রে. টুডে: ২২]

পঞ্চগড় সীমান্তে ১৩ জনকে বাংলাদেশে পুশ-ইনের চেষ্টা বিএসএফের, বিজিবির বাধায় প্রতিহত। [জাগো এফএম: ১৯]

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাসে দেশে ৩২০টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৬০ জন শিক্ষার্থী নিহত, জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। [জাগো এফএম: ১৮]

হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলা বন্ধে ইরানের কাছ থেকে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার চায় যুক্তরাষ্ট্র। [ডয়চে ভেলে: ০৬]

ভিয়েতনামের ফু কুওক দ্বীপের কাছে স্পিডবোট ডুবে অন্তত ১৫ ভারতীয় পর্যটক নিহত। [বিবিসি: ২৬]

বিবিসি

বাইশ বছরেই বিধবা রাখি, চোখ হারানো মোবিন আর মায়ের ওড়না মাথায় গুলিবিদ্ধ শ্রাবণের গল্প

"আমি কি বিধবা! আমার বিধবা হওয়ার বয়স হইছে, বলেন? আমার মাত্র বাইশ বছর বয়স।" হাতজোড় করে কথাগুলো বলছিলেন মারিয়া সুলতানা। দিনটা ছিল ১৮ জুলাই ২০২৪। ঢাকা মেডিকেলে স্বামীর লাশ সামনে রেখে হতবিহ্বল মারিয়া সুলতানা রাখি সেদিন বারবার শুধু একই কথা বলছিলেন। কখনও অঝোরে কেঁদেছেন, আবার কখনও ফুঁসে উঠেছেন রাগে-ক্ষোভে। আবার মাঝে মধ্যে তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না আন্দোলনে গিয়ে মারা গেছেন তার স্বামী। "আমি এতগুলো বছর কীভাবে কাটাবো? নুজাইরার আব্বু, আমরা এখন কীভাবে বাঁচবো? প্লিজ ওঠো, ওঠো!" চিৎকার করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকেন মারিয়া সুলতানা। তার সেদিনের সেই চিৎকার আর আহাজারির ভিডিও পরে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। বাংলাদেশে ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছেন, ঢাকায় মারিয়ার স্বামী নাজমুলের ঘটনা সেটারই একটা। কিন্তু এটাই শেষ নয়। এই আন্দোলন ঘিরে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে, তাতে নিহতের সংখ্যা বলা হচ্ছে প্রায় ১৪০০ জন। ঘটনার প্রায় দুই বছর পরও নিহত এবং আহতদের পরিবার সেই কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছেন। কারও সন্তান, কারও বাবার জন্য হাহাকার। আর কেউ আহত অবস্থায় কষ্ট এবং বেদনা নিয়ে দিন পার করছেন।

মায়ের লাল ওড়না মাথায় পেঁচিয়ে মিছিলে গিয়েছিলেন শ্রাবণ

"ছেলে এসে আমাকে বললো, একটা লাল কাপড় দেও। সেদিন ৩ আগস্ট। আমি বললাম, লাল ওড়না আছে। সে বলে সেটাই দেও। লাল পতাকা না থাকায় সে লাল ওড়নাটাই মাথায় পেঁচিয়ে মিছিলে যায়।" কথাগুলো বলছিলেন ফাতেমা আক্তার। ফেনীর মহীপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ৪ আগস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তার উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া ছেলে ইশতিয়াক আহমেদ শ্রাবণ। এর একদিন আগেই তার ছেলে মায়ের কাছ থেকে লাল ওড়না চেয়ে নেয়। "ওর বন্ধুরা মজা করে বলতেছিল, এটা ওর গার্লফ্রেন্ডের ওড়না। কিন্তু ও বলতেছিল, কেন আম্মুর ওড়না হতে পারে না!" ফাতেমা আক্তার জানাচ্ছেন, ৪ আগস্ট বাড়ির কাউকে না জানিয়েই তার ছেলে ফেনীর মহীপালে মিছিলে চলে যায়। সেই মিছিলে আগ্নেয়াস্ত্রসহ হামলা হয়। সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয় শ্রাবণ। তাকে নেওয়া হয়েছিল হাসপাতালে। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। তার শরীরে গুলি লেগেছিল ৬টি। তিনি বলেন, "ছয়টা বুলেট লাগে মানুষ মারতে! ছয়টা বুলেট! তার শরীরের যেখানেই হাত দেই, শুধু রক্ত আর রক্ত। পা পুরোটা নীল রঙ হয়ে ছিল। শরীরে কত যে রক্ত ছিল। যদি আপনারা দেখতেন!" পরিবারের আক্ষেপ, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের চাপে ছেলের লাশটাও দাফন করতে হয়েছে তড়িঘড়ি করে। "বাসায় যখন শ্রাবণকে আনলো, তখন চতুর্দিক থেকে বাসা ঘেরাও। সব আওয়ামী লীগের লোকজন। লাশটা ধরতে দিতেছে না, রাখতে দিতেছে না। বারবার বলতেছিলাম, আরেকটু কোলে নেই, বুকে নেই। ওরা যদি এরকম না করতো আরও কিছুক্ষণ হয়ত শ্রাবণকে রাখতে পারতাম। আরও কিছুক্ষণ দেখতাম, আদর করতে পারতাম। ওদের বলছিলাম যে, এমন করিয়েন না। আর কিছুক্ষণ থাক!" আক্ষেপ করে এসব কথা বলেন ফাতেমা আক্তার। সেদিন শ্রাবণের মরদেহ আনার পর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই গোসল শেষে দাফনের জন্য দিয়ে দিতে হয়। ফাতেমা আক্তার বলেন, "কোনো মাইকিং নেই, ঘোষণা নেই। কাউকে আসতে দিতেছে না। আত্মীয়-স্বজন ঢুকতে দিতেছে না। মোড়ে মোড়ে লোক বসায় রাখছে। ওর বন্ধুরা যখন আসতে চাইছে, ওদের মারছে, মোবাইল কেড়ে নিছে। জানাজাতেও ঢুকতে দেয়নি।" শ্রাবণের বাবা নেসার আহমেদ পুত্রশোকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বেসরকারি চাকরি করতেন, সেটা আর করতে পারছেন না। সারাক্ষণই কাঁদেন, নয়ত মনমরা হয়ে বসে থাকেন। ফেনী শহরে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, শ্রাবণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এখনো তারা সাজিয়ে রেখেছেন। শ্রাবণ ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করতেন। বাসায় তার অসংখ্য পুরস্কার সব যত্ন করে রাখা। তার মা ফাতেমা আক্তার জানাচ্ছেন, ছেলের ব্যবহৃত সেই লাল ওড়না আর রক্তমাখা কাপড় তারা জুলাই যাদুঘরের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। "আমার প্রায় সময়ই মনে হয়, শ্রাবণ বাড়িতে আছে। হাঁটছে, চলাফেরা করছে। মাঝে-মধ্যে আমি ভুলে যাই। টেবিলে খাবার সাজানোর পর ওর নাম ধরে ডাকতে থাকি খাবার খেতে আসার জন্য। তখন আমার মেয়ে বলে, আম্মু! তোমার কী হইছে! মাঝে-মধ্যে আমার ভীষণ ইচ্ছা করে ওর নাম ধরে ডাকার," বলেন ফাতেমা আক্তার।

'এখন শুধু ছায়া দেখি'

শ্রাবণ এবং এর আগের নাজমুলের গল্প থেকে এবার আসি শরীয়তপুরের মো. মোবিনের গল্পে। মোবিন বেঁচে আছেন। কিন্তু মাথায় এবং চোখে ছররা গুলি লাগার পর তার জগৎটা অন্ধকার হয়ে গেছে। কারণ তিনি দুই চোখেই আর দেখতে পান না। গত মঙ্গলবার শরীয়তপুরের ডামুড্যায় মোবিনের বাসায় গিয়ে দেখা যায়, লম্বা এক জমির দুইদিকে টিনের একচালা ঘর। মাঝখানে কোথাও খুঁটি, আর কোথাও গাছের সঙ্গে রশি বাঁধা আছে। সেই রশিগুলো একপ্রান্তের ঘর থেকে অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছে। কোনো কোনোটি গিয়েছে ওয়াশরুমে কিংবা বাড়ির আঙিনায় বসার জায়গায়। মোবিন সেই রশি ধরে ধরে চলাচল করছিলেন। তিনি বলেন, "আমি তো দেখতে পাই না। তাই রশি ধরে চলতে হয়।" চোখে কি একদমই দেখেন না? এমন প্রশ্নে মোবিনের উত্তর একটা ছায়া দেখা যায়। "যখন ছররা গুলি লাগে, তখন ডান চোখে

মনে হলো একটা লাইট জ্বলে আছে। সব সাদা কিছু দেখতে পাই না। আরেকটা চোখে অন্ধকার। পরে অপারেশনের পরে এখন ডান চোখ দিয়ে শুধু ছায়া দেখতে পাই। এখন শুধু ছায়া দেখি।„ সেটা দেখে কি মানুষ চেনা যায়? মোবিন উত্তর দেন, চেনা যায় না। ”মানে আপনার পেছনে যদি সাদা থাকে বা আলো থাকে, সামনে যদি আপনি থাকেন, তাহলে আপনার ছায়াটা দেখতে পাই। একটা অবয়ব শুধু। আর পেছনে যদি কালো থাকে, তাহলে আপনাকে দেখতে পাবো না,„ মোবিন বলতে থাকেন। মোবিন মিছিলে গিয়েছিলেন ঢাকার উত্তরায় ১৮ জুলাই। তার আগের রাতে অসংখ্যবার মোবাইলে দেখেছেন রংপুরে আবু সাইদের গুলি খাওয়ার দৃশ্য। পরদিন তার নিজেরই মাথা এবং চোখে লাগে পুলিশের ছররা গুলি। বলছেন, সেদিন মিছিল থেকে চলে যাবেন- এমন সিদ্ধান্ত নিলেও পরে কীসের টানে যেন সেটা আর হয়ে ওঠেনি। মোবিনের বাবা নেই। এক ভাই ছোটো-খাটো চাকরি করেন, আরেক ভাই প্রতিবন্ধী। মোবিন নিজে কাজ করতেন কম্পিউটারের দোকানে। চেষ্টা করছিলেন সংসারের হাল ধরার। তার মা নাজমা বেগম আক্ষেপ করছিলেন, তাদের সুখের সংসার এলোমেলো হয়ে গেল। ”মাত্র পাঁচ মাস আগে তার বাবা মারা গেছেন। এখন সে এমন হয়ে গেল। একটা ছেলে প্রতিবন্ধী। শুধু মনে হয়, আমার যা আছে, সবকিছু নিয়ে যদি বিনিময়ে আল্লাহ শুধু ওর চোখের আলোটা ফিরায় দিতো! ও যদি দুনিয়াটা দেখতে পাইতো!„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভারী বৃষ্টি আর বন্যা পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে। একই সাথে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলমান থাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয় কি-না তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, এ মুহূর্তে দেশের ছয়টি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত চারটি নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর আগামী আরও কয়েকদিন সারাদেশেই মাঝারি থেকে ভারী বা অতি ভারী টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইতোমধ্যেই যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার আরও অবনতি হবে কি-না তা নিয়ে অনেকের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী সরদার উদয় রায়হান বলছেন, কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতির আশা করলেও সিলেট, সুনামগঞ্জ ও রংপুর অঞ্চলে বন্যার অবস্থার অবনতি হতে পারে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ইতোমধ্যেই জানানো হয়েছে যে, সারাদেশে ভারী বর্ষণ ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গত কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় টানা কিংবা থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। নদনদীর পানি বেড়ে অনেক জায়গায় আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে, ঘটেছে পাহাড়ধসের ঘটনাও।

বন্যার এখন কী অবস্থা

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবানে এখন বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং ভারী বর্ষণের কারণে ফেনী অঞ্চলেও বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। সাঙ্গু নদী বান্দরবান ও চট্টগ্রামে দোহাজারীতে, হবিগঞ্জে খোয়াই নদী, মৌলভীবাজারে মনু নদী এবং সুনামগঞ্জ ও সিলেটে কুশিয়ারা নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবার আগামী এক থেকে দুইদিনে সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে এবং এসব অঞ্চল সংলগ্ন উজানে ভারতের মেঘালয়, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় ফেনী, চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে কোথাও কোথাও স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। এছাড়া লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল কোথাও কোথাও এসময়ে সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে। তবে এ সময়ে বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার কিছু এলাকায় আবার বন্যা পরিস্থিতির ধীর গতিতে উন্নতি হতে পারে। এছাড়া সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার নিম্নাঞ্চলে কোথাও কোথাও স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় কুশিয়ারা নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হতে পারে এবং সুরমা নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা দেখা দিতে পারে বলে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বলছে। সিলেট আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, সিলেট অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে এবং আগামী দুই-তিন পরিস্থিতি একই রকম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সাথে রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের কিছু জেলাতেও বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে।

পাহাড়ি ঢলের শঙ্কা

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ভারতীয় রাজ্যগুলোতে অতিভারী বৃষ্টিপাত হলে পাহাড়ি ঢলের পানির কারণে বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ ও উত্তরাঞ্চলের নদনদীতে পানি বেড়ে যেতে পারে এবং এর ফলে নিচু এলাকায় নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে কিছু স্থানে সাময়িক প্লাবিত হতে পারে। ”বৃষ্টি চট্টগ্রামের দিকে কিছুটা কমেছে। তবে ঢাকা থেকে রংপুর পর্যন্ত হয়তো আরও হবে। বর্ষাকাল চলছে এবং একই সাথে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় বৃষ্টি কিছুটা হবে।

তবে এতে খারাপ কিছুর আশঙ্কা নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশিদ। আবহাওয়া অফিস আজ রোববার বৃষ্টিপাতের যে সতর্কতা জারি করেছে সেখানে বলা হয়েছে, ”সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ দুপুর থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।„ আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বাংলাদেশের আটটি বিভাগের অধিকাংশ জায়গাতেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। তবে সপ্তাহের শেষ দিকে বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমে আসতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত, ১৪৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ওদিকে, নদনদীগুলোর সবশেষ অবস্থা জানাতে গিয়ে বন্যা সতর্কীরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার পানি কমে বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকায় গঙ্গা নদীর পানি বেড়েছে ও পদ্মার পানি এখনো স্থিতিশীল আছে। তবে গঙ্গা-পদ্মার পানি আগামী দুইদিন স্থিতিশীল থাকলেও এরপর বেড়ে যেতে পারে। উত্তরাঞ্চলে তিস্তা, ধরলা করতোয়া, আত্রাই ও দুধকুমার নদীর পানি বেড়েছে। তিস্তা নদী কয়েকটি পয়েন্টে সতর্কসীমার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। এসব নদীর পানিও বাড়তে পারে বলে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বলছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা সদর ও এর চারপাশের নদী অববাহিকায় বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, ধলেশ্বরী ও টঙ্গীখাল নদীর পানি বেড়েছে, যা আগামী তিনদিন বাড়বে। যদিও পানি বাড়লেও এসব নদীর পানি বিপৎসীমার নিচ দিয়েই প্রবাহিত হতে পারে।

এদিকে টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে শুক্রবার রাতে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় রাঙামাটি-বান্দরবান সড়কের একটি সেতু ধসে পড়ায় দুই জেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : **১১.০৭.২০২৬** আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় আবুধাবির ভূমিকার নথি ফাঁস; আমিরাতকে জবাবদিহি করতে হবে : ইরান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি নথি প্রকাশ এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের আগ্রাসনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) কথিত ভূমিকা প্রকাশ্যে আসার প্রতিক্রিয়ায় ইরানের পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী কাজেম গরিবাবাদি বলেছেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। পার্সটুডে ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গরিবাবাদি এক বার্তায় লিখেছেন, ”যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি নতুন নথি প্রকাশ করেছে, যেখানে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসনে সমর্থন দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা শিথিল করা এবং দেশটির রপ্তানি মর্যাদা উন্নীত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।„ তিনি আরও বলেছেন, ”ওয়াশিংটনের এই আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তি এবং আবুধাবিকে ঘিরে প্রকাশিত এই লজ্জাজনক নথির সরাসরি আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা এবং আইনি পরিণতি রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।„

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : **১১.০৭.২০২৬** নারগীস)

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন যে-কোনো স্থায়ী চুক্তির পূর্বশর্ত : ইরানের প্রেসিডেন্ট

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে ফোনালাপে বলেছেন, পারস্পরিক সম্মান এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নই হচ্ছে যে-কোনো স্থায়ী চুক্তির পূর্বশর্ত। পার্সটুডে জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত এ টেলিফোন আলাপে পেজেশকিয়ান বলেন, অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বজায় রাখা এবং স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতি মেনে চলা এবং যে-কোনো উত্তেজনাপূর্ণ পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা জোরদারে রাজনৈতিক পরামর্শ অব্যাহত রাখার উপরও গুরুত্বারোপ করেন। ইরানের প্রেসিডেন্ট এ সময় ইসলামী বিপ্লবের শহিদ নেতার জানাজা ও স্মরণানুষ্ঠানে পাকিস্তানের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ উপস্থিতি দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্ক, গভীর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বন্ধন এবং দুই জাতির সংহতির প্রতিফলন।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : **১১.০৭.২০২৬** নারগীস)

এনএইচকে

নতুন করে হামলা শুরুর পর পরস্পরের প্রতি হুমকি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন , দুই পক্ষের মধ্যে নতুন করে হামলা শুরু হওয়ার পরেও তিনি ইরানের সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি বলেন , তেহরানের নেতারা তাকে `আলোচনা চালিয়ে যেতে, বলেছেন এবং তিনি `তাতে সম্মত হয়েছেন , । তবে তিনি এও দাবি করেন যে , যুদ্ধবিরতি `শেষ হয়ে গেছে, ।ইরানের সংসদের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের ঘালিবাফ এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তেহরান পিছু হটবে না।

তিনি বলেন যে , তাদের সেনাবাহিনী `সর্বাত্মক প্রতিরক্ষার, জন্য প্রস্তুত এবং তারা কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না।

এর আগে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সতর্ক করে দেন যে, তার ভাষায় `ইরানি ব্যবস্থাপনা, ছাড়া হরমুজ প্রণালি খুলে দেয়া সম্ভব নয়। রয়টার্সের ভাষ্যানুযায়ী , নতুন করে শুরু হওয়া এই হামলার কারণে প্রণালীটি দিয়ে নৌ চলাচল

`প্রায় স্থবির, হয়ে পড়েছে। তবে , কিছু দেশ তাদের মধ্যকার আলোচনা পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করছে বলে মনে হচ্ছে। ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সির ভাষ্যমতে , কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা শুক্রবার ইরান সফর করেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন যে , তিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি বলেন , তিনি তেহরানকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার মোজতবা খামেনেইর

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনেইর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তার উত্তরসূরি ও ছেলে মোজতবা খামেনেই। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষাপটে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এক বিমান হামলায় নিহত হন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনেই। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেশটির বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইর নামে প্রচারিত এক লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়, ``প্রতিশোধ নেওয়া জাতির দাবি এবং তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করা হবে।,,মোজতবা আরও বলেন, ``শহিদ নেতার রক্ত এবং এই যুদ্ধে নিহত সব শহিদের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করছি আমরা।,, বাবার মৃত্যুর পর থেকে মোজতবা খামেনেইকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যে হামলায় আলী খামেনেই নিহত হয়েছেন, সেই হামলায় মোজতবাও গুরুতর আহত হয়েছিলেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রনি)

হরমুজ প্রণালিতে হামলা বন্ধে ইরানের প্রকাশ্য অঙ্গীকার চায় যুক্তরাষ্ট্র

হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলা বন্ধে তেহরানের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে অঙ্গীকার চাইছে বলে জানিয়েছেন দেশটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা। শুক্রবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন তারা। কর্মকর্তারা বলেছেন, ইরানের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে চলমান আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে। তবে তারা জোর দিয়ে বলেছেন, আলোচনার অগ্রগতি বজায় রাখতে হলে ইরানকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিতে হবে এবং জানাতে হবে, তাদের বাহিনী হরমুজ প্রণালিতে চলাচলকারী কোনো জাহাজে আর হামলা চালাবে না। এক কর্মকর্তা বলেন, ``আমাদের দাবি হলো, ইরান প্রকাশ্যে ঘোষণা দেবে যে হরমুজ প্রণালির সব নৌপথ উন্মুক্ত রয়েছে এবং আর কোনো জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি করা হবে না।,, তিনি আরও বলেন, ``তারা হয় এ ধরনের একটি বিবৃতি দেবে, নয়তো তাদের জন্য ইতিবাচক ফল আসবে না।,, (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রনি)

হরমুজ প্রণালি নিয়ে আলোচনায় ওমানে পৌঁছেছেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতে শনিবার ওমানের রাজধানী মাস্কটে পৌঁছেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সমন্বয় নিয়ে ওমানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালিতে নিরাপদ নৌচলাচল নিশ্চিত করাই এই আলোচনার মূল লক্ষ্য। এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার অক্ষুণ্ণ রেখেছে বলে জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম `এক্স, প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ দাবি করেছেন। আরাঘচি বলেন, ``এ পর্যন্ত ইরান তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী বলে পরিচিত ব্যক্তি সমঝোতা স্মারকের নবম অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করছেন।,, তিনি আরও বলেন, ``এই লঙ্ঘন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য চুক্তিভঙ্গ ও ভুল পদক্ষেপের ধারাবাহিকতারই অংশ।,, চুক্তি কার্যকর রাখতে হলে দুই পক্ষকেই সমানভাবে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে উল্লেখ করেছেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

ঘুরে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি মে মাসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাসটিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ দশমিক ০৪ শতাংশ বেড়ে পৌঁছেছে ৫৮২ মিলিয়ন ডলারে। তবে বছরের প্রথম পাঁচ মাসের চিত্র এখনো নেতিবাচক। জানুয়ারি -মে ২০২৬ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৮ দশমিক ০৮ শতাংশ কমে ৩ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল (ওটেক্সা)। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ (ভলিউম) ৬ দশমিক ২১ শতাংশ কমেছে। একই সঙ্গে গড় ইউনিট মূল্যও কমেছে ২ শতাংশ। ফলে কম পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রির প্রভাবও পড়েছে রপ্তানি আয়ে। বিশ্ববাজারে পোশাকের চাহিদা দুর্বল থাকায় ২০২৬

সালের প্রথম পাঁচ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি কমতে থাকে। তবে এ সময় প্রধান সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে ক্রয়-উৎসে (সোর্সিং) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত মিলেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ কমে ২৮ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। একই সময়ে আমদানির পরিমাণ (ভলিউম) ৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ কমেছে। তবে গড় ইউনিট মূল্য শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ বেড়েছে। এতে বোঝা যায়, আমদানি কমার প্রধান কারণ ছিল ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করছে, চরাঞ্চলে ভাঙন অব্যাহত

গাইবান্ধায় প্রায় সব নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করছে। তবে নদীভাঙন অব্যাহত রয়েছে। জেলায় অন্তত ৬০টি পয়েন্টে ভিটেমাটি ও ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। হারানোর শঙ্কায় আছেন হাজারও মানুষ। প্রত্যেক বছর বন্যায় তাদের বাপ-দাদার বসতভিটা ও ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় চোখের পলকেই। এক মাস ধরে জেলার সব নদ-নদীর পানি কখনও কমছে, আবার কখনও বাড়ছে। আর এই পানি ওঠানামার সঙ্গেই শুরু হয়েছে নদী তীরবর্তী এলাকায় ভাঙন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে পানি বৃদ্ধির প্রভাবে গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি, সাঘাটা ও সাদুল্লাপুর উপজেলায় ভাঙনে নদী তীরবর্তী অন্তত আট শতাধিক পরিবার বসতভিটা হারিয়েছেন। নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি। ভাঙন এলাকাগুলোতে প্রতিনিয়তই নতুন করে বিলীন হচ্ছে ভিটেমাটি, ফসলের জমি। সুন্দরগঞ্জের তিস্তা পয়েন্টে নদীর পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে কাপাসিয়া ইউনিয়নের লালচামার, উজানবুড়াইল, ভাটি বুড়াইল, কেরানিরচর, মিন্টু মিয়ারচর, কাচিয়ারচর, বাদামের চর, হরিপুর ইউনিয়নের রাঘবচর, কালিচরিতাবাড়ী, দক্ষিণ শ্রীপুর। সদর উপজেলার মোল্লার চর ইউনিয়নের অধিকাংশ চর ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। ফুলছড়ি উপজেলার দক্ষিণ রসুলপুর ছাড়াও ফজলুপুর ইউনিয়নের চৌমহন চর, খাটিয়ামারি, দক্ষিণ খাটিয়ামারি ও কাউয়াবাদা, উড়িয়া ইউনিয়নের ভুসির ভিটায় ভাঙন অব্যাহত আছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গাইবান্ধার নদ-নদীগুলোর বুকে জেগে উঠছে প্রায় ১৬৫ ছোট-বড় চর ও দ্বীপ চর। এসব চরাঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বাস করে আসছে মানুষ। বর্তমানে এসব চরে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। প্রতি বছর বন্যায় ভাঙনে এসব মানুষ ফসলি জমিসহ বসতভিটা হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। বন্যা শেষ হলেই তারা চরে চলে যান। বন্যায় বালুর জমিতে জমে যাওয়া পলিতে চাষাবাদ শুরু করেন। চরাঞ্চলের লাল মরিচ, ভুট্টা, মিষ্টি কুমড়া, তিল, বাদাম, কাউন স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে জেলার বাইরেও বিক্রি করেন। রাক্ষুসি নদী প্রতি বছরই এসব মানুষদের আশ্রায়স্থল পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রীকে দেখে স্লোগান `ডিএমসির দুলাভাই, ডিএমসিতে স্বাগতম,

`ডিএমসির দুলাভাই, ডিএমসিতে স্বাগতম,—স্লোগানে স্লোগানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) ক্যাম্পাসের শহীদ ডা. মিলন অডিটরিয়াম মুখরিত হয়ে উঠেছিল। শনিবার (১১ জুলাই) ঢামেকের ৮১তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার সহধর্মিনী ডা. জুবাইদা রহমান অডিটরিয়ামে পা রাখতেই চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা সমস্বরে স্বাগত জানিয়ে উচ্ছসিত কণ্ঠে এ স্লোগান দিতে থাকেন। এ ডাক শুনে তারেক রহমান ও ডা. জুবাইদাও মুচকি হাসেন। ডিএমসিয়া নদের এ স্লোগানের কারণ প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান নিজেও ডিএমসিরই ছাত্রী। ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে মাস্টার্স শেষ করে ১৯৯৫ সালের বিসিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছি লেন। সেই মেধাবী ছাত্রীর স্বামী যখন আজ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্যাম্পাসে আসেন তখন শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি তো `দুলাভাই, ডাকই শুনবেন। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে সহধর্মিনী চিন্তাভাবনা করেন বলে তারেক রহমানও অনুষ্ঠানে একাধিকবার জানান। অনুষ্ঠানের এ কপর্যায়ে তারেক রহমান স্ত্রী সূত্রে শ্যালিকাদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে সেলফিও তোলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেলফি তুলে শ্যালিকারাও ছিলেন ভীষণ উচ্ছ্বসিত। ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) ৮০ বছর পূর্তি ও ৮১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ডিএমসি ডে-২০২৬ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তারেক রহমান। তিনি গুলশানের বাসভবন থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে শনিবার সকাল ১০টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে পৌঁছান। এ সময় তার পাশের আসনে ছিলেন সহধর্মিণী ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ডা. জুবাইদা রহমান। পরে ঢাকা মেডিকেল ক লেজের শহীদ মিলন চত্বরে শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমানের সভাপতিত্বে গুলশানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক

বিএনপি চেয়ারম্যানের গুলশান কার্যালয়ে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) রাত আটটার দিকে শুরু হওয়া বৈঠক শেষ হয় রাত ৯টা ৫০ মিনিটে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বি এনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি

নিশ্চিত করেছেন। দলীয় সূত্র জানায়, গুলশান-২–এর ৮৬ নম্বর সড়কের ৬ নম্বর বাসায় অবস্থিত বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

১৬ জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রাম বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত

চলমান বন্যা পরিস্থিতির কারণে আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সব জেলায় এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শনিবার বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন এ তথ্য জানান। মাহদী আমিন বলেন , চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে বন্যায় সৃষ্ট পরিস্থিতি মো কাবিলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং দলীয় সব সংগঠনের নেতাকর্মীদের ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এরই মধ্যে ত্রাণ বাবদ ২ কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন , উদ্ধার কার্যক্রমে বিজিবি, সেনাবাহিনী, কোস্টগার্ডসহ সরকারি বিভিন্ন বাহিনীকে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে এক হাজারের বেশি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে। মাহদী আমিন জানান , আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ওষুধ, স্যানিটেশনসহ স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, সরকার দায়বদ্ধতা ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

শাহজালাল মাজারের দানবাক্সে মিললো ৪৭ লাখ টাকা, ছাগল ৬৫

১৮ দিনের ব্যবধানে সিলেটের হযরত শাহজালালের (রহ.) মাজারের দানবাক্সে ৪৭ লাখ ১০ হাজার ২৫৩ টাকা পাওয়া গেছে। নগদ টাকার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, রুপা ও সোনা-সদৃশ ধাতব বস্তুও জমা পড়েছে। টাকা-পয়সার পাশাপাশি এ কয়দিনে মাজারে একটি গরু ও ৬৫টি ছাগল দান করা হয়েছে। গরুটি নজরানা হিসেবে জবাই করে রান্না করে বিতরণ করা হয়েছে। ছাগলের মধ্যে রান্না করা হয়েছে ৪০টি। বাকি ২৫টি বিক্রি করে দুই লাখ ২৫ হাজার ৪৫০ টাকা পাওয়া গেছে। শনিবার (১১ জুলাই) দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশ্যে দানবাক্সের টাকা গণনা করা হয়। বিকেল ৬টায় গণনা শেষে সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও মাজার ব্য বস্থাপনায় গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সদস্য আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী এ তথ্য জানান। জেলা প্রশাসন ও মাজার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানায় , দানবাক্সে দেশীয় মুদ্রার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরবের ১০৫ রিয়াল, যুক্তরাষ্ট্রের ২০ ডলার, ভারতের দুই হাজার ৫৩২ রুপি, কাতারের ২২ দিরহাম, মালয়েশিয়ার ছয় রিঙ্গিত, হংকংয়ের ২০ ডলার, ২০ ইউরো, ওমানের এক দিনার ৪৫০ পয়সা, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৫৪ দশমিক ২০ দিরহাম, ইন্দোনেশিয়ার চার হাজার রুপিয়া, পাকিস্তানের ৬০ রুপি এবং সিঙ্গাপুরের ১০ ডলার। এসবের পাশাপাশি দানবাক্সে ৯ গ্রাম সোনা, সোনা-সদৃশ ধাতব বস্তু ১০ গ্রাম এবং ৩৯ দশমিক ৪ গ্রাম রুপা পাওয়া গেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

নির্মাণের আগেই পরামর্শে ব্যয় ২৩১ কোটি টাকা

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে উত্তরাঞ্চলের মানুষের কাছে বগুড়া -সিরাজগঞ্জ রেলপথ ছিল এক ধরনের অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনি ইশতেহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা, মন্ত্রী-এমপিদের ঘোষণায় বারবার এসেছে প্রকল্পটির নাম। হয়েছে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, অনুমোদন পেয়েছে একনেকে , কয়েক দফা বেড়েছে প্রকল্পের ব্যয়। কিন্তু বাস্তবে এক ইঞ্চি রেললাইনও বসেনি। দীর্ঘ সময় ধরে তাই অনেকেই একে বলতে শুরু করেন ‵কাগজের রেলপথ,। তবে এবার সেই চিত্র কিছুটা বদলাতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিন পরিকল্পনার টেবিলে আটকে থাকা প্রকল্পটি এখন মাঠপর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, অর্থাৎ ভূমি অধিগ্রহণে দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখছে। বগুড়া অংশের চার উপজেলার ৫৬টি মৌজায় যৌথ তদন্ত (জয়েন্ট ভেরিফিকেশন) শেষ হয়েছে। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে প্রায় এক হাজার ৯৬৯ কোটি ১০ লাখ টাকা ছাড় করেছে। এরইমধ্যে চেক বিতরণও শুরু হয়েছে। কিন্তু এই অগ্রগতির মধ্যেই সামনে এসেছে আরেকটি বড় প্রশ্ন। প্রকল্পের মূল নির্মাণকাজ এখনো শুরু হয়নি। অথচ শুধু পরামর্শক (কনসালটেন্সি) খাতের ব্যয়ই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩১ কোটি ৭১ লাখ টাকা। প্রথম অনুমোদনের সময় যেখানে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৬৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা, সেখানে সংশোধিত প্রস্তাবে ব্যয় বেড়েছে প্রায় ১৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ পরামর্শক ব্যয় বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিকল্পনা কমিশনও। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় বগুড়া-সিরাজগঞ্জ ডুয়েলগেজ রেলপথ প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে পরামর্শক ব্যয়সহ বিভিন্ন খাতে অতি রিক্ত ব্যয়ের যৌক্তিকতা জানতে চান কমিশনের কর্মকর্তারা। বিশেষ করে কেন পরামর্শক ব্যয় এত বেশি বাড়ানো হয়েছে , তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিএনপি অতীতেও জনগণের দাবির সঙ্গে প্রতারণা করেছে: নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন , বিএনপি অতীতে সব গণঅভ্যুত্থান থেকে সুবিধাভোগী হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই জনগণের দাবির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। বিএনপির ইতিহাস প্রতারণার ইতিহাস। শনিবার (১১ জুলাই) বিকেলে রংপুর জিলা স্কুল মাঠে ১১ দলীয় জোট আয়োজিত বিভাগীয় সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন , ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পরে সবার দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল এবং এসেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অস্বীকার করেছিল। যার ফলাফল কী হয়েছিল ? বিগত ১৬ বছর বিএনপিকে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতেই রাজপথে ধুঁকে ধুঁকে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। তিনি বলেন , আজ গণভোট, সংস্কার এবং জুলাই সনদের কারণে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পেরেছে , অথচ এখন তারা সেই গণভোটের রায় , ৩১ দফা, জুলাই সনদ এবং গণতন্ত্রের সঙ্গেই প্রতারণা করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে বন্যাদুর্গত ও পানিবন্দি মানুষের পাশে নৌবাহিনী

অতি বৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও সমুদ্রের জোয়ারের কারণে পানিবন্দি হয়ে পড়া চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। শনিবার (১১ জুলাই) চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানাধীন বিজয় নগর, আকমল আলী রোড, নিউ মুরিং মাদরাসা, নারিকেল তলা ও নেভি হাসপাতাল গেট এলাকায় সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে নৌবাহিনী দল। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জা নায়। আইএসপিআর জানায়, এসময় পানিবন্দি পরিবারগুলোর মধ্যে নৌবাহিনীর সদস্যরা ২ হাজার প্যাকেট রান্না করা খাবার পৌঁছে দেয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি বৃষ্টি , উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল এবং সমুদ্রের অস্বাভাবিক জোয়ারের প্রভাবে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা ও বন্যায় জনজীবন মারাত্ম কভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলে হাজারো মানুষ পানিবন্দি হয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

উগ্রবাদী সংগঠনে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার দুজন রিমান্ড শেষে কারাগারে

উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে গ্রেফতার হওয়া শাহ আমানত সাবির ও হোসাইন তানিমকে দুই দফায় মোট ছয় দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। শনিবার (১১ জুলাই) বিকেলে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলবিরুনী মীর এ আদেশ দেন। রিমান্ড শেষে আসামিদের আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন যাত্রাবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এ বি সিদ্দিক। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ঢাকা মহানগর প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলা র তথ্য অনুযায়ী , গত ৫ জুলাই আসামিদের আদালতে হাজির করে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখানো হয়। তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত প্রথমে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পরে আরও তিন দিনের রিমান্ডে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

২৫ মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগে ইবিএল চেয়ারম্যানকে লিগ্যাল নোটিশ

ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির (ইবিএল) চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরীর বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে রক্ষিত ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দুবাইয়ে পাচারের অভিযোগ তুলে লিগ্যাল নো টিশ পাঠানো হয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এ এইচ এম রেজওয়ানুল সাঈদ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে এই নোটিশ পাঠান। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর , জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধানসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট আটজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে লিগ্যাল নোটিশে বিবাদী করা হয়েছে। নোটিশে শওকত আলী চৌধুরীকে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের নাগরিক এবং ব্যাংক খাতের বহুল আলোচিত এস আলম ও নজরুল ইসলাম মজুমদারের সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নোটিশে সন্দেহজনক লেন দেনটি নির্বিঘ্নে দুবাইয়ে স্থানান্তরের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কেন যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি , তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী সাত দিনের মধ্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। নোটিশে এ এইচ এম রেজওয়ানুল সাঈদ অভিযোগ করেন, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর পাচার করা সম্পদের তদন্ত চলাকালে যুক্তরাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি) শওকত আলী চৌধুরীর নামে যুক্তরাজ্যে রক্ষিত ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সন্ধান পায়। ওই সময় তিনি অর্থটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে মাশরেক ব্যাংক ও এমিরেটস এনবিডিতে স্থানান্তরের চেষ্টা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম-ছবি ব্যবহার করে প্রতারণা, সতর্ক থাকার আহ্বান

বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করছে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল। শনিবার (১১ জুলাই) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগা যোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে এ সতর্কবার্তা দেন তিনি। পোস্টে তিনি লিখেছেন, `আমি জানতে পেরেছি, বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভিন্ন ফোন নম্বর দিয়ে Whatsapp একাউন্ট খুলে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কতিপয় /সংঘবদ্ধ চক্র বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অবৈধ অর্থ দাবি করছে। ইতোমধ্যে এই চক্র অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের একজন নারী সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আমার বেশ ক ,জন নারী সহকর্মী টেলিফোনে এ ধরনের প্রতারণার কথা আমাকে জানিয়েছেন। তাদের ভাষ্যমতে, প্রতারক চক্র হয়ত আমার কণ্ঠও নকল (Clone) করেছে। বিষয়টি খুবই উদ্বেগের। আমি এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। জনসচেতনতার লক্ষ্যে স্ক্রিনশটগুলো সংযুক্ত করা হলো যাতে কেউ প্রতারিত না হন।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামের বন্যা মোকাবিলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন

চট্টগ্রামে টানা ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য `ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার , এর আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্রবার (১০ জুলাই) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের জরুরি অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১০ পদাতিক ডিভিশন ও ২৪ পদাতিক ডিভিশনের সদস্যরা জেলার বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকায় অনুসন্ধান, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ ও বাঁশখালী উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এতে প্রায় চার লাখ মানুষ পানিবন্দি ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এসব এলাকায় ১০ পদাতিক ডিভিশনের উদ্ধারকারী দল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া ভারী বৃষ্টিতে বোয়ালখালী, হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি উপজেলাতেও বন্যা দেখা দেওয়ায় সেখানে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। সেনাসদস্যরা আটকে পড়া মানুষের উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। দ্রুত ও সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনার জন্য বন্যাকবলিত এলাকায় তিনটি অস্থায়ী ক্যাম্পও স্থাপন করা হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দুর্গত এলাকায় অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর এই কার্যক্রম চলবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

কারাগার থেকে পালানোর ২৩ মাস পর গ্রেফতার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি

কাশিমপুর হাই-সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রায় ২৩ মাস পর হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৪। তার নাম মো. আব্দুল্লাহ শিকদার (২৪)। শনিবার (১১ জুলাই) র্যাব-৪ এর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি এ কথা জানান। তিনি বলেন, গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর দারুস সালাম থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে গোপালগঞ্জে র টুঙ্গিপাড়া থানার হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। র্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, ২০২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে আব্দুল্লাহ শিকদার কাশিমপুর হাই -সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট কারাগারে সৃষ্ট দাঙ্গা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সুযোগে তিনি অন্য বন্দিদের সঙ্গে বৈদ্যুতিক পিলার ভেঙে তৈরি করা মই ব্যবহার করে কারাগারের সীমানা প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় জেল কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে কোনাবাড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। র্যা বের দাবি, কারাগার থেকে পালানো র পর আব্দুল্লাহ শিকদার গ্রেফতার এড়াতে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে ছিলেন। পরে গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় তার অবস্থান শনাক্ত করে দারুস সালাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি আরও বলেন, ২০২১ সালের ৭ অক্টোবর সুদের পাওনা টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে আব্দুল্লাহ শিকদার ও তার দুই সহযোগী প্রতিবেশী লুৎফর রহমানকে হাতুড়ি ও কুড়াল দিয়ে হত্যা করেন। এ ঘটনায় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলার বিচার শেষে আদালত আব্দুল্লাহ শিকদারসহ তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। পরে তাদের কাশিমপুর হাই -সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট কারাগারে সৃষ্ট দাঙ্গা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার সুযোগে অন্য বন্দিদের সঙ্গে তিনিও পালিয়ে যান। গ্রেফতার আসামিকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন র্যাবের এই কর্মকর্তা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

তরুণীর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে প্রচার, তদন্তে বেরিয়ে এলো হত্যা রহস্য

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের দক্ষিণ গোড়ান এলাকায় এক তরুণীর মৃত্যুকে প্রথমে আত্মহত্যা বলে প্রচার করা হলেও তদন্তে সেটি হত্যাকাণ্ড বলে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। ঘটনার মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে খিলগাঁও থানা পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের স্বামী সাইফুল ইসলামকে (২১) গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার দায় স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার (১১ জুলাই) মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ এসব তথ্য জানান। তিনি বলন, গত ১০ জুলাই সন্ধ্যায় খিলগাঁও থানাধীন দক্ষিণ গোড়ানের হাজী মসজিদের সামনে একটি বাসা থেকে সানজিদা আক্তার মা রিয়াকে (১৮) গলায় পাটের সুতলি পেঁচানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে প্রচার করা হলেও তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের ভাই চান মিয়া ১১ জুলাই খিলগাঁও থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মতিঝিল বিভাগের এই ডিসি আরও বলেন, মামলার পরপরই পুলিশ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তির সহায়তায় তদন্ত শুরু করে। তদন্তের একপর্যায়ে নিহতের স্বামী সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, সাইফুলের বাবা-মাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের পারিবারিক কলহের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ জানায়, প্রায় এক বছর আগে সানজিদা আক্তার মারিয়া ও সাইফুল ইসলামের বিয়ে হয়। মারিয়া লালমাটিয়া মহিলা কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। পাশাপাশি টিউশনি করে সংসারের খরচে সহায়তা করতেন। গ্রেফতার হওয়া আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং ঘটনার সব দিক গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে খিলগাঁও থানা পুলিশ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বিপৎসীমার ওপরে ৪ নদীর পানি, বন্যা পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কা

টানা বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে দেশের চারটি নদীর ছয়টি পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নদীর পানি সতর্কসীমার কাছাকাছি অবস্থান করায় সংশ্লি ষ্ট এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা রয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নিয়মিত পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাঙ্গু, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই এই চারটি নদীর ছয়টি স্টেশনে পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে ছে। এর মধ্যে বান্দরবান পয়েন্টে সাঙ্গু নদীর পানি বিপৎসীমার ১০৭ সেন্টিমিটার এবং দোহাজারী (চট্টগ্রাম) পয়েন্টে ১৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কুশিয়ারা নদীর পানি সুনামগঞ্জের মারকুলি পয়েন্টে ১৭ সেন্টিমিটার এবং সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ পয়েন্টে বিপৎসীমার ২১ সেন্টিমিটার ওপরে রয়েছে। এছাড়া, মৌলভীবাজার পয়েন্টে মনু নদীর পানি ৩৮ সেন্টিমিটার এবং হবিগঞ্জের বল্লা পয়েন্টে খোয়াই নদীর পানি বিপৎসীমার ১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ১২৭টি পানি পরিমাপ স্টেশনের মধ্যে ৫৭টিতে নদ-নদীর পানি বাড়ছে, ৬৪টিতে কমছে এবং ছয়টিতে অপরিবর্তিত রয়েছে। এছাড়া, তিস্তা, কুশিয়ারা, সুরমা, সোমেশ্বরী, মুহুরী ও মাতামুহুরী নদীর কয়েকটি স্টেশনে পানি সতর্কসীমায় প্রবাহিত হচ্ছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডিএমপির বিশেষ অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪৭১

রাজধানীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭১ জন গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সময়ে ৪৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ -পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ ৪৭১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রমনা বিভাগ ৫৩ জন, লালবাগ বিভাগ ২৯ জন, ওয়ারী বিভাগ ৫৯ জন, মতিঝিল বিভাগ ৬৯ জন, তেজগাঁও বিভাগ ৭৮ জন, মিরপুর বিভাগ ৭৮ জন, গুলশান বিভাগ ৪৩ জন, উত্তরা বিভাগ ৪৩ জন ও গোয়েন্দা বিভাগ ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ১০ কেজি ১১০ গ্রাম গাঁজা, ১২ হাজার ২৮৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৬ ক্যান দেশীয় হান্টার বিয়ার, একটি স্ক্রু ড্রাইভার, তিনটি চাকু, দুইটি চাপাতি, একটি হাসুয়া, একটি কার্টার, একটি ছুরি, একটি সিএনজি, পাঁচটি মোবাইল, দুইটি টিভি, একটি মাইক্রোওভেন, নগদ ১৫৫০ টাকা ও দুইজন ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয় বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন , গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সার্বক্ষণিক নির্ভরতার জায়গা হলো ঢাকা মেডিকেল প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা মেডিকেল কলেজকে দেশের ইতিহাসের সাক্ষী উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন , শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রেই নয়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান- প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) ৮১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী , শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে যারা আর বেঁচে নেই , কিন্তু যাদের অবদানে প্রতিষ্ঠানটি মানুষের সেবায় অনন্য ভূমি কা রেখে চলেছে, তাদেরও স্মরণ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন , ঢাকা মেডিকেল কলেজ শুধু দেশ -বিদেশের সেরা চিকিৎসকই তৈরি করেনি; এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক, গবেষক, সমাজনেতা ও মুক্তিযোদ্ধাও তৈরি হয়েছেন যারা অন্যের জীবন রক্ষায় নিজেদের জীবন ও স্বার্থ বিলিয়ে দিতেও কু ণ্ঠাবোধ করেননি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে রাজধানীর মানুষের 'সার্বক্ষণিক নির্ভরতার জায়গা, উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন , হাসপাতালের প্রতিটি কক্ষ ও করিডোরে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের আনন্দ -বেদনার গল্প রচিত হয়। এখানে যেমন অনেক জীবনের অবসান ঘটে , তেমনি অসংখ্য নতুন জীবনেরও সূচনা হয়। স্টেথোস্কোপের এক প্রান্তে একজন চিকিৎসকের কান থাকে , অন্য প্রান্তে স্পন্দিত হয় একটি মানুষের জীবন। চিকিৎসক ও রোগীকে ঘিরে আবর্তিত হয় একটি পরিবারের অগাধ বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী , শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী/ছবি: প্রেস উইং চিকিৎসকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের মনোজগতে চিকিৎসকের অবস্থান সুস্থ জীবনের রক্ষক হিসেবে। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের এক অনুষ্ঠানে বলা কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন , চিকিৎসকেরাই প্রকৃত অর্থে মানুষের বিপদের বন্ধু। রোগে -শোকে কাতর মানুষের পরম বন্ধু হয়ে ওঠেন চিকিৎসকেরা। একজন চিকিৎসকের পরামর্শ ও আন্তরিক ব্যবহারও রোগীর কাছে ওষুধের মতো কার্যকর হয়ে ওঠে। তাই পেশাগত উৎকর্ষতার পাশাপাশি মানবিক মানুষ হয়ে ওঠাও জরুরি।

হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদারে সরকার প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এর অংশ হিসেবে হাসপাতালগুলোতে ১০ জন করে আনসার সদস্য মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চি ত করতে আরও পাঁচ হাজার এমবিবিএস চিকিৎসক নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাজীবীর শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। Prevention is better than cure,- এই নীতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চায়। পুষ্টি, টিকাদান, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা , ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি রোগ, হৃদরোগ ও ক্যানসারের মতো বিষয়গুলোতে আগেভাগে স্বাস্থ্যসম্মত প রামর্শ পেলে রোগের নিরাময় অনেক সহজ হয়। নিয়মিত পরীক্ষা, সচেতনতা ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেক রোগ শুরুতেই নিয়ন্ত্রণ বা নিরাময় সম্ভব। এ লক্ষ্যেই সারাদেশে এক লাখ হেলথ কেয়ারার বা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী ।ত দরে মধ্য ৮০ শতাংশ নারী হেলথ কেয়ারার হবেন , যারা পরিবারভিত্তিক প্রতিরোধমূলক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন। তিনি বলেন, একটি সুস্থ জাতি শুধু হাসপাতাল দিয়ে গড়ে ওঠে না; পারিবারিক সচেতনতা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, স্বাস্থ্য পরামর্শ, নিরাপদ খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম ও দায়িত্বশীল জীবনাচরণের ওপরও শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে। স্বাস্থ্যখাতে বাজেট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন , শিক্ষাখাতের পর এবার দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যখাতে। চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ৬৯ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা, যা জিডিপির ১ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। আগামী পাঁচ বছরে পর্যায়ক্রমে এ বরাদ্দ জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ।তিনি আরও বলেন, শুধু বাজেট বাড়ানো নয় , বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম ও চিকিৎসা ব্যয়ও কমানো হয়েছে। ডায়ালাইসিস ফিল্টার, হার্টের স্টেন্ট, হার্টের ভাল্ব, পেসমেকার, অক্সিজেনেটর, পেরিফেরাল ভাসকুলার স্টেন্ট, রেডিও ফ্রিকোয়েন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন ফাইবার, চোখের লেন্স এবং ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু কাঁচামালের ওপর ভ্যাট ও কর কমানো হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর সম্পূর্ণ প্র ত্যাহার করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের বিষয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন , দেশের ৫০০ উপজেলার মধ্যে বর্তমানে মাত্র পাঁচটিতে ১০০ শয্যার হাসপাতাল রয়েছে। জনসংখ্যার তুলনায় এটি অপ্রতুল হওয়ায় রোগীদের শহরমুখী হতে হয়। এ কারণে বর্তমানে ৩১ থেকে ৫১ শয্যার প্রতিটি উপজেলা হাসপাতাল পর্যায়ক্রমে ১০১ শয্যায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সব হাসপাতালের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকার হাসপাতালের ভবন নির্মাণ , স্বাস্থ্যব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীর বাংলাদেশ। শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বরিশাল ও রাজশাহীতে নির্মিত ২০০ শয্যাবিশিষ্ট শিশু হাসপাতালসহ মোট পাঁচটি শিশু হাসপাতাল দ্রুত

চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে বিশেষায়িত শিশুচিকিৎসা রাজধানীকেন্দ্রিক না থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহজলভ্য হবে। মেডিকেল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন , স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে মেডিকেল বর্জ্যের বিজ্ঞানসম্মত অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবাইকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মেডিকেল বর্জ্য অপসারণ এবং হাসপাতালগুলো পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, আজকের শিক্ষার্থী ও ইন্টার্নদের হাত ধরেই চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখিতা বন্ধ হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রতারক চক্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে ইমাম ও মসজিদ কমিটিকে

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র দেশের বিভিন্ন জেলার মসজিদের ইমাম , খতিব, মুয়াজ্জিন এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে সতর্ক করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। শনিবার (১১ জুলাই) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি এ সতর্ক বার্তা দেয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় , প্রতারকরা ফোনকল, এসএমএস এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তারা ব্যাংক হিসাব নম্বর , মোবাইল ব্যাংকিং সংক্রান্ত তথ্য, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর , বেতন-ভাতা সম্পর্কিত গোপন তথ্যসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় কিংবা কোনো জেলা কার্যালয় কখনোই ব্যক্তিগত নম্বর থেকে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে না। এছাড়া আর্থিক সুবিধা বা অনুদান দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ওটিপি , পিন নম্বর কিংবা ব্যাংকিং-সংক্রান্ত গোপন তথ্য চাওয়া সম্পূ র্ণ প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড। এ অবস্থায় দেশের সব ইমাম , খতিব, মুয়াজ্জিন এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন এলে যাচাই -বাছাই না করে কোনো তথ্য না দেওয়া , ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং য়ের গোপন তথ্য কারও সঙ্গে শেয়ার না করা এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নাম ব্যবহার করে কেউ অর্থ দাবি করলে তা সরকারি ওয়েবসাইট বা সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোনো ধরনের প্রতারণার সম্মুখীন হলে দ্রুত নিকটস্থ আইনশৃঙ্খ লা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরও জানায় , ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিনদের সচেতনতা বাড়ানোই এ ধরনের প্রতারণা প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। কোনো ব্যক্তি যাচাই -বাছাই ছাড়া আর্থিক লেনদেন বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করলে তার দায়ভার ইসলামিক ফাউন্ডেশন বহন করবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
(কাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ঢাকায় পরিত্যক্ত বাসা থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর শাহবাগ থানার বাংলামোটর এলাকায় সাইফুল ইসলাম নামে একজনের পরিত্যক্ত বাসা থেকে অজ্ঞাতপরিচয়ের (২৮) এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১১ জুলাই) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। শাহবাগ থানার উপ - পরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম জানান, আমরা বেলা পৌনে ১১টার দিকে ৯৯৯ এর মাধ্যমে খবর পেয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে গাছের সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয়ের এক যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। পরে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবুও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। আমরা সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দিয়েছি। প্রযুক্তির সহায়তায় তার নাম পরিচয় শনাক্ত করা যাবে বলে জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

আমার মাকে যে মানবিক সেবা দেওয়া হয়েছে, বিদেশে তা পাওয়া যেত না

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, আমার মাকে বাংলাদেশের চিকিৎসকেরা যে মানবিক সেবা দিয়েছেন , সে ধরনের সেবা বিদেশে পাওয়া যেত না। শনিবার (১১ জুলাই) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্র ধানমন্ত্রী বলেন, এ দেশেরই প্রখ্যাত কয়েকজন চিকিৎসক আমার মাকে অনেক বছর ধরে চিকিৎসা দিয়েছেন। প্রত্যেক মুহূর্তে তারা তার দেখভাল করেছেন। তিনি আরও বলেন , মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল —আবার তাকে বিদেশে নেওয়া হবে কি হবে না । আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলাম, আপনারা তাকে নিতে চাইছেন , কিন্তু এখানকার চিকিৎসকেরা তাকে যে সেবা দিচ্ছেন — চব্বিশ ঘণ্টা, প্রতিটি মুহূর্তে—এই মানবিক পরিচর্যা , আমি মনে করি না , বিদেশে গেলে তা পাওয়া যাবে। তারেক রহমান বলেন, বিদেশে গেলে হয়তো কারিগরি সহায়তা আরও ভালো পা ওয়া যেত, যন্ত্রপাতি আরও উন্নত হতো। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যে সেবা পেয়েছেন , আমি দেখেছি, চিকিৎসকেরা কত আন্তরিকতার সঙ্গে সেই সেবা

দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর যত ভালো হাসপাতালই হোক, এ ধরনের মানবিক সেবা পাওয়া যেত না। সে জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞ। (জাগো নিইজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

`জুলাই আন্দোলনে ঢামেক ছিল যুদ্ধক্ষেত্র, সব ওটি খুলে চিকিৎসা দিয়েছি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) ও হাসপাতালের ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফিরে আসে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের স্মৃতি। ওই সময় আহতদের চিকিৎসাসেবায় সরাসরি যুক্ত থাকা বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা ভয়াবহ সেই দিনগুলোর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তাদের ভাষ্য , কারফিউ, সংঘাত, গুলিবর্ষণ ও প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যেও চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবন বাজি রেখে আহত দের সেবা দিয়েছেন। জুলাই আন্দোলনের সময় ঢামেকের স্পাইন সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বর্তমান অধ্যাপক ও ওএসডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) ডা. শহিদুল ইসলাম আকন বলেন, ১৮, ১৯ ও ২০ জুলাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ সময়। শুরুতে ছররা গুলিতে আহত রোগী বেশি এলে ও ১৮ জুলাই বিকেল থেকে সরাসরি গুলিবিদ্ধ রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে বাড়তে থাকে মৃত্যুর ঘটনাও। তিনি বলেন , পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিয়মিত ও পরিকল্পিত অস্ত্রোপচার বন্ধ রেখে সব অপারেশন থিয়েটার (ওটি) শুধু আন্দোলনে আহতদের জরুরি অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে বহু মানুষের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়েছিল। চিকিৎসকদের রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই থাকুক না কেন, সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। ডা. শহিদুল ইসলাম আকনের দাবি, চিকিৎসা দিতে সরাসরি বাধা না এলেও পরোক্ষ চাপ ছিল। ২৩ জুলাই তৎকালীন সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী, সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা হাসপাতালে এসে আহতদের `দুষ্কৃতিকারী, ও `সরকার পতনের আন্দোলনকারী, হিসেবে উল্লেখ করেন। চিকিৎসা চালিয়ে যেতে বলা হলেও অতিরিক্ত সহানুভূতি বা আগ্রহ না দেখানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন , আন্দোলনের সময় আহতদের পাশে দাঁড়ানো এবং চিকিৎসাকর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে খাবারের ব্যবস্থা করাকেও পরবর্তীতে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা হয়। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আহতদের পক্ষে মতপ্রকাশ করা নিয়েও অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। ডা . শহিদুল ইসলাম আকনের ভাষ্য, আহতদের পাশে দাঁড়ানোর কারণে ২৫ জুলাই তাকে স্পাইন সার্জারি বিভাগ থেকে সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে বদলি করা হয়। একইভাবে আরও কয়েকজন চিকিৎসককে দেশের বিভিন্ন দূরবর্তী মেডিকেল কলেজে বদলি করা হয়েছিল। তার দাবি, এসব বদলির উদ্দেশ্য ছিল অন্য চিকিৎসকদের জন্য একটি বার্তা দেওয়া, যেন কেউ আন্দোলনের আহতদের বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ না দেখান।

ঢামেকের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুজ্জামান মিলন বলেন, আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে আসা রোগীদের অনেকের নার্ভ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অনেকেই স্থায়ীভাবে দু র্বল হয়ে পড়েছেন বা প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় এনসিএস ও ইএমজি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন চিকিৎসাসেবা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, চারদিকে সংঘর্ষ, আগুন, মিছিল, অবরোধ ও বন্ধ রাস্তাঘাটের মধ্যেও চিকিৎসকরা হাসপাতালে এসে দায়িত্ব পালন করেছেন। আহতদের চিকিৎসাই ছিল তখন সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। ঢামেকের সহকারী অধ্যাপক ডা . আফরোজা বেগম বলেন , তিনি ইনডোরে ভর্তি আহত রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন। কারফিউ ও অবরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসকরা দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলেন , রাস্তাঘাট বন্ধ ছিল, যাতায়াত ছিল অত্যন্ত কঠিন। তারপরও আমরা হাসপাতালে এসে ভর্তি রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা যার যার দায়িত্ব অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রেখেছি।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

যাত্রাবাড়ী ও উত্তরায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার৩৭

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৭ জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। শনিবার (১১ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ -পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন , শুক্রবার (১০ জুলাই) যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ ওই থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২০ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের হেফাজত হতে একটি স্টিলের চাপাতি ও একটি স্টীলের চাকু উদ্ধার করা হয়। উত্তরা পশ্চিম থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, একই সময়ে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৭ জনকে গ্রেফতার করে। তিনি বলেন, গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ও পরোয়ানাভুক্ত মামলা র আসামি ও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধী। গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বন্যার শুরু থেকেই চট্টগ্রামের পরিস্থিতির খোঁজখবর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী

বন্যা পরিস্থিতি শুরুর পর থেকেই চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী অবগত রয়েছেন এবং দুর্গত মানুষের প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম

ইকবাল হোসেইন। শনিবার (১১ জুলাই) দুপুরে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার রশিদের পুকুর এলাকায় বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগের শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী বন্যা পরিস্থিতির নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছেন। কোথায় কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন, তা জানতে এবং দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি দেখতে তিনি চট্টগ্রামে এসেছেন। তিনি বলেন , সরকার সবসময় মানুষের পাশে রয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ কমাতে প্রয়োজনী য় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এম ইকবাল হোসেইন আরও বলেন , দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বন্যাদুর্গত মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণ ও অন্যান্য সহা য়তা অব্যাহত থাকবে। ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম -২ (ফটিকছড়ি) আসনের সংসদ সদস্য সরওয়ার আলমগীর , ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাঈদ মোহাম্মদ ইব্রাহিম , স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। পরে প্রতিমন্ত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে কাজ করছে সব বাহিনী

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পাশাপাশি কোস্ট গা র্ড, বিজিবি, আনসার ও প্রয়োজন অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। তিনি বলেন , বন্যাদুর্গত এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা মানুষও যাতে ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা থেকে বাদ না পড়ে ন, সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। শনিবার (১১ জুলাই) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। অনিন্দ্য ইসলাম অমিত জানান, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে তিনি চট্টগ্রামে এসে মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি, ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তিনি বলেন , বন্যাকবলিত এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে। দুর্গম এলাকাগুলোতে সহায়তা পৌঁছে দিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছেন। প্রতিমন্ত্রী জানান , চট্টগ্রাম জেলার সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা , মানুষের দুর্ভোগ ও ত্রাণ বিতরণের বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা চলছে। তিনি বলেন , দক্ষিণ চট্টগ্রামের বন্যাকবলিত উপজেলাগুলোতে ত্রাণ সহায়তা আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোনো দুর্গত পরিবার যাতে সহযোগিতার বাইরে না থাকে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন , বন্যা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি হলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের কার্যক্রমও জোরদার করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

যুগ্ম সচিব পদোন্নতি ঘিরে বিতর্ক, প্রশ্নের মুখে সরকারের ভাবমূর্তি

ক্ষমতায় আসার প্রায় পাঁচ মাসের মাথায় প্রশাসনে ১৭৯ জন উপসচিবকে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। এটি বর্তমান সরকারের প্রথম বড় প্রশাসনিক পদোন্নতি। তবে পদোন্নতির তালিকায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিতর্কিত ভূমিকায় থাকা কয়েকজন কর্মকর্তার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক অঙ্গনে চলছে নানা আলোচনা -সমালোচনা। সাবেক আমলা ও জনপ্র শাসন বিশেষজ্ঞদের মতে , এমন ভুল সরকারের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। তাদের ভাষ্য , কীভাবে এ ধরনের ত্রুটি ঘটেছে তা তদন্ত করে দায়ীদের চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই -তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভের পর চলতি বছরে র ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠন করে বিএনপি। এরপর গত বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৭৯ জন উপসচিবকে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে মূলত ২৫তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও দীর্ঘদিন পদোন্নতিবঞ্চিত বিভিন্ন ব্যাচের কর্মকর্তারাও এ তালিকায় স্থান পান। তবে পদোন্নতির তালিকা প্রকাশের পরই একের পর এক বিতর্ক সামনে আসে। দেখা যায় , তালিকায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাময়িক বরখাস্ত কর্মকর্তা এবং অতীতে আলোচিত দুর্নীতির মামলায় না ম জড়ানো কর্মকর্তারাও রয়েছেন। এতে পদোন্নতি প্রক্রিয়ার যাচাই-বাছাই, স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশাসনে উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত পদোন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি)। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত এ বোর্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর/এপিএআর), জ্যেষ্ঠতা, কর্মদক্ষতা, বিভাগীয় মামলা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, অবসর-সংক্রান্ত তথ্যসহ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করে। এসএসবির সুপারিশের ভিত্তি তে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন শেষে

পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তবে এতগুলো স্তরের যাচাই -বাছাইয়ের পরও পদোন্নতির তালিকায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম উঠে আসায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উপসচিব মো. মাইনুল হক ভুঁইয়া গত ৩০ জুন অবসরে গেলেও মাত্র নয় দিন পর , ৯ জুলাই প্রকাশিত যুগ্ম সচিব পদোন্নতির তালিকায় ৫৩ নম্বরে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিষয়টি প্রশাসনের ভেতরেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা কেন দেননি, জানালেন স্পিকার

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভাঙা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী হওয়ার কোনো ইচ্ছা শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল না। তাই ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্র্যাকডাউন (অপারেশন সার্চলাইট) শুরুর আগে তাজউদ্দিন আহমেদের অনুরোধ সত্ত্বেও স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি তিনি। শনিবার (১১ জুলাই) রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া) আয়োজিত `দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়, শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। স্পিকার বলেন , তাজউদ্দিন সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা আক্রমণ করতে যাচ্ছে , মানুষ স্বাধীনতা চায়। কিন্তু শেখ সাহেব তখন বলেছিলেন , আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে পারি না , পাকিস্তান ভাঙতে আমার কোনো ভূমিকা থাকুক এটি আমি চাই না। সুতরাং তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তিনি বলেন , পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের মুখে যখন জাতি দিশেহারা ও অবদমিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল , তখনই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই সংকটময় মুহূর্তে মে জর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন , যা জাতিকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। এটিই হলো প্রকৃত সত্য। , হাফিজ উদ্দিন আহমদ জোর দিয়ে বলেন , `১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের যুদ্ধ ছিল না , এটি ছিল একটি জনতার যুদ্ধ। তিনি অভি যোগ করেন, স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় এসে একটি বিশেষ গোষ্ঠী ইতিহাস বিকৃত করে শুধু ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনতার কৃতিত্ব নিতে চেয়েছিল, যা ছিল চরম অন্যায়। রাজনীতিবিদরা সাধারণত অন্যের কৃতিত্ব হাইজ্যাক করেন এবং নিজের দলের নেতাকে ছাড়া কাউকে কৃতিত্ব দিতে চান না।,

আলোচনায় তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গৌরবময় ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেন , তখন পূর্ব পাকিস্তানে রেজিমেন্টের মাত্র পাঁচটি ব্যাটালিয়ন ছিল। একেকটি ক্যান্টনমেন্টে তারা কোনো পূর্বপরিকল্পনা বা যোগাযোগ ছাড়াই পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে এবং জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানায়। এই প্রতিরোধ যুদ্ধই ছিল ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তি। সেনাবাহিনীতে যোগদানের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলন , তিনি মূলত ফুটবল খেলার টানেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের অনুপ্রেরণাতেই তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি স্বাধীনতার মহান ঘোষক এদেশের মহান রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে , যিনি আমাকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এছাড়া তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রধান সংগঠক মেজর আব্দুল গনি এবং ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের রেজিমেন্ট কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদারের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। পরিশেষে , তিনি সৈনিকদের সাথে অফিসারদের সম্পর্কের যে চিরাচরিত বন্ধন তা পুনরায় শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। আলোচনায় স্পিকার মুক্তিযুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গৌরবময় ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেন , তখন পূর্ব পাকিস্তানে রেজিমেন্টের মাত্র পাঁচটি ব্যাটালিয়ন ছিল। একেকটি ক্যান্টনমেন্টে তারা কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা র প্রতিবাদে বিদ্রোহ করে এবং জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। এই প্রতিরোধ যুদ্ধই ছিল ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

কর্ণফুলীতে নৌকা ডুবে যুবক নিখোঁজ, চলছে উদ্ধার অভিযান

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কর্ণফুলী নদীতে ডিঙি নৌকা উল্টে মো . সোলেমান (২০) নামের এক যুবক নিখোঁজ হয়েছেন। শনিবার (১১ জুলাই) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার পূর্ব সরফভাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ সোলেমান ও উদ্ধার হওয়া তার বড় ভাই আব্দুল হালিম (৩০) একই এলাকার লোকমান মিস্ত্রীর বাড়ির বদিউল আলমের ছেলে। স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, সকালে দুই ভাই ডিঙি নৌকা নিয়ে কর্ণফুলী নদীতে ভেসে আসা লাকড়ি সংগ্রহ করতে যান। এ সময় তীব্র স্রোতে নৌকাটি উল্টে গেলে তারা পানিতে পড়ে যান। পরে আশপাশে থাকা অন্য লাকড়ি সংগ্রহকারীরা আব্দুল হালিমকে উদ্ধার করতে পারলেও সোলেমান স্রোতের টানে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে রাঙ্গুনিয়া ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলও অভিযানে যোগ দেয়। রাঙ্গুনিয়া ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ফায়ার ফাইটার মোহাম্মদ বিজয় মোল্লা

বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়। বর্তমানে রাঙ্গুনিয়া ফায়ার সার্ভিস ও আগ্রাবাদ ডুবুরি দলের সদস্যরা যৌথভাবে কর্ণফুলী নদীতে নিখোঁজ যুবকের সন্ধান চালাচ্ছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

লোহাগাড়ায় আগুনে পুড়লো সাত দোকান

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় সদর ইউনিয়নের দরবেশহাট বাজারে অগ্নিকাণ্ডে সাতটি দোকান পুড়ে গেছে। শনিবার (১১ জুলাই) ভোরে এ ঘটনা ঘটে।স্থানীয়রা জানান, ভোরে বাজারের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এ তে শমসু সওদাগরের কীটনাশকের দোকানসহ সাতটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। খবর পেয়ে লোহাগাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। লোহাগাড়া ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন , শনিবার ভোর ৪টা ৫ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল সাড়ে ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তিনি বলেন , আগুনে সাতটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। আগুন লাগার কারণও তদন্ত শেষে নিশ্চিত হওয়া যাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের ক্ষমা চাইতে হবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমদ আযম খান বলেছেন , দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে একাত্তরে যাদের বিতর্কিত ভূমিকা ছিল, তাদের অকপটে সেই দায় স্বীকার করে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। শনিবার (১১ জুলাই) রাজধানীর `রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া), আয়োজিত `দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়, শীর্ষক আলোচনা সভা মন্ত্রী বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই, সমৃদ্ধ করতে চাই। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল , তাদের এগিয়ে আসতে হবে। তারা বিষয়টিকে অকপট স্বীকার করে ক্ষমা না চাইলে পুরো জাতি ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া কষ্টকর। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাদের মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ও গণতন্ত্রকে ধারণ করতে হবে। তিনি বলেন , ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার বাংলোতে অনুষ্ঠিত সভায় জেনারেল এম এ জি ওসমানী সভাপতিত্ব করেন। সভায় তৎকালীন মেজর জিয়া দুটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একটি হলো এই যুদ্ধের নাম হবে `মুক্তিযুদ্ধ, এবং অন্যটি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন জেনারেল ওসমানী। ওই সভার স্মৃতি সংরক্ষণে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সেখানে নামফলক স্থাপনের কাজ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে দায়িত্বরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের অবদান ও ত্যাগের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন , মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা অখণ্ডতা রক্ষায় লড়াই করছেন, তাদেরও সম্মান জানানোর বিষয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করবে। সম্মানটাই বড় কথা, টাকা বড় বিষয় নয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রশংসা করে তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সেনাবাহিনী , বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও পেশাদার করা হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন , আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েই বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করতে চাই। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের বিভাজন ভুলে দেশ গড়ার স্বার্থে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে আসতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

হামের উপসর্গে আরও ৩ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রা ন্ত হয়েছে ৭৮৪টি শিশু। শনিবার (১১ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম -বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হ য়নি। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬৬০টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৩টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৭৫৩টি শিশু মারা গেছে। এছাড়া , ২৪ ঘণ্টায় ৮৪টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে , আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৭০২। এই সময়ে ৬৬০টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে , আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৫২৮টি শিশু। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

মোহাম্মদপুরে বাসায় মজুত করা ইয়াবা জব্দ আটক ২

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিক্রির উদ্দেশ্যে বাসায় মজুত করা ইয়াবা জব্দ করেছে র্যা ব। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই) র্যা ব-২ এর উপ-পরিচালক (মিডিয়া) মেজর এম মুবীন রহমান তাপস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, র্যাব-২ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, মোহাম্মদপুরের বসিলা টাউন এলাকার এক টি বাসায় বিপুল পরিমাণ ইয়াবা বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত রাখা হয়েছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আট হাজার ৩০০ ইয়াবাসহ দুজনকে আটক করা হয়। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে মুবীন রহমান বলেন, তারা দীর্ঘদিন ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী র চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢাকার বাইরে থেকে হেরোইন, গাঁজা ও ইয়াবা সংগ্রহ করে মোহাম্মদপুরসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে আসছিল। আটকদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের অন্য সহযোগীদের আটকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলে নিরাপদ হবে সড়ক ডিএনসিসি প্রশাসক

যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে সড়ক পথচারীদের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান। শনিবার (১১ জুলাই) ডিএনসিসি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের (ডব্লিউআরআই) যৌথ উদ্যোগে ডিএনসিসি মিলনায়তনে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমন্বিতভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পিত সড়ক নকশার মাধ্যমে পথচারীদের নিরাপদ পারাপার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সিগন্যাল ও জেব্রা ক্রসিংয়ের আগে রেইজড ক্রসিং এবং গতিরোধক স্থাপন করে যানবাহনের অতিরিক্ত গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শফিকুল ইসলাম খান বলেন, সড়ক নিরাপত্তাসহ নগরের সমন্বিত উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত ইতিবাচক। ডিএনসিসি ও ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিজ ইনিশিয়েটি ভ ফর গ্লোবাল রোড সেফটির (বিআইজিআরএস) আওতায় ঢাকায় চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হবে। বিআইজিআরএস বাংলাদেশ সমন্বয়কারী ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিজ ইনিশিয়েটিভ ফর গ্লোবাল রোড সেফটির (বিআইজিআরএস) আওতায় দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব) মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ রাকিবুল হাসান, পিএসসি এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী খন্দকার মাহবুব আলম। প্রশিক্ষণে ডিএনসিসির অর্ধশতাধিক প্রকৌশলী অংশ নেন। এছাড়া বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ) এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) কর্মকর্তারাও এতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় উ পস্থিত ছিলেন ডিটিসিএর সিনিয়র রোড সেফটি স্পেশালিস্ট মামুনুর রহমান, বিআরটিএর উপপরিচালক সুবীর কুমার সরকার, ডিএনসিসির নির্বাহী প্রকৌশলী (ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল) নাঈম রায়হান খান, বিআইজিআরএসের এনফোর্সমেন্ট কোঅর্ডিনেটর গোলাম রহমান এবং সার্ভিলেন্স কোঅর্ডিনেটর ডা. তানভীর ইবনে আলী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

৬ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৬০ শিক্ষার্থী, আহত ১০৯

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে শুধু গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখা গেছে, ৩২০টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৬০ শিক্ষার্থী নিহত ও ১০৯ জন আহত হয়েছে। মিরসরাই ট্রাজেডির ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে শনিবার (১১ জুলাই) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, ২০১১ সালের ১১ জুলাই চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় কয়েকটি স্কুলের শিক্ষার্থীকে বহনকারী একটি মিনিট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে শিক্ষার্থীসহ ৪৫ জন নিহত হয়। দেশের ইতিহাসে এক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীর প্রাণহানির এমন দুর্ঘটনার পর সরকার শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তায় সচেতনতামূলক কোনো কর্মসূচি নেয়নি। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠেনি। শিক্ষার্থীদের সচেতন করা গেলে নিরাপদ সড়ক বিনির্মাণের পাশাপাশি সুশৃঙ্খল জাতি গঠন সম্ভব হবে বলে মনে করেন মোজাম্মেল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, মিরসরাই ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি রোধে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক নিয়মিত কর্মসূচি না থাকায় প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় অসংখ্য শিক্ষার্থীর প্রাণহানি ঘটছে, আহত হচ্ছে, অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করছে। যাত্রী কল্যাণ সমিতির পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জানুয়ারিতে ৫৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৭ শিক্ষার্থী নিহত ও ২২ জন আহত হয়। ফেব্রুয়ারিতে ৩৯টি দুর্ঘটনায় ৪৭ শিক্ষার্থী নিহত ও ১১ জন আহত, মার্চে ৫৯টি দুর্ঘটনায় ৬৭ শিক্ষার্থী নিহত ও একজন আহত, এপ্রিলে ৫১টি দুর্ঘটনা ৫৬ শিক্ষার্থী নিহত ও ২৫ জন আহত, মে মাসে ৬১টি দুর্ঘটনায় ৭৩ শিক্ষার্থী নিহত ও ২৩ জন এবং জুনে ৫৩টি দুর্ঘটনায় ৬০ শিক্ষার্থী নিহত ও ২৭ জন আহত হয়। এমন বাস্তবতায় শিক্ষার্থীদের মূল্যবান জীবন রক্ষায় পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেছে যাত্রী কল্যাণ সমিতি। এগুলো হলো- পাঠ্যবইয়ে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা। প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার কমন রুমে ঘণ্টাব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থীকে নিয়ে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা। জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রতিটি পারাপারের

স্পটে, বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পারাপারের স্থানে জেব্রা ক্রসিং অংকন করা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড সাঁটানো। জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে গড়ে উঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সড়ক পারাপারের সময় ভেস্ট পরিহিত `রোড সেইফটি গার্ড, দ্বারা লাল পতাকা হাতে নিয়ে যানবাহন থামানোর ব্যবস্থা করা। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকের সমন্বয়ে সড়ক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সরকার গণভোটের দাবি থেকে সরে আসায় জনগণ হতাশ হয়েছে

গণভোটের দাবি থেকে সরকারের সরে আসা জনগণকে হতাশ ও আহত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। শনিবার (১১ জুলাই) বিকেলে চাঁদপুর শহরের বাইতুল আমিন শপথ চত্বর মোড়ে গণভোট বাস্তবায়ন , কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সীমান্ত সুরক্ষার দাবিতে আয়োজিত `জুলাই পদযাত্রা, শেষে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঘোষিত মাসব্যাপী দেশ গড়তে জুলাই জাগরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন , সরকার এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ছয় মাস অতিবাহিত হলেও একটি কর্মসংস্থানও নিশ্চিত করতে পারেনি। তিনি সরকারের প্রতি দ্রুত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশে দিন দিন লোডশেডিংয়ের মাত্রা বেড়েই চলেছে। সরকার ইরান যুদ্ধের অজুহাতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ালেও এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংকটের কার্যকর সমাধান করতে পারেনি। ফলে চলমান বিভিন্ন সংকটে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এর আগে শহরের মিশন রোড থেকে একটি পদযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাইতুল আমিন শপথ চত্বরে এসে শেষ হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা, সীমান্তে চারজনকে আটকে দিল বিজিবি

দিনাজপুরের সদর উপজেলার দাইনুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় এক নারীসহ চারজনকে শূন্যরেখায় ফেরত পাঠিয়েছে বিজিবি। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে পতাকা বৈঠকের আহ্বান করা হলেও এখন পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। বিজিবি জানায় , শনিবার (১১ জুলাই) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সদর উপজেলার কমলপুর ইউনিয়নের আকিরাপুর দাইনুর সীমান্তের ৩১৫ নম্বর মেইন পিলারের কাছ দিয়ে এক নারীসহ চারজন বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এসময় বিজিবি বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাদেরকে বাধা দেয়। ফলে তারা আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। বর্তমানে তাদের দাইনুর বি ওপির শূন্যরেখায় রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন নারী ও তিনজন পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী। ওই চারজনই বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানিয়েছে বিজিবি। তারা হলেন খুলনা সদর উপজেলার দৌলতপুর কারিকারপাড়া এলাকার মাসুদ মোল্লার ছেলে বাবুল মোল্লা (৫০), তার স্ত্রী সুখী মো ল্লা (৩৫), তাদের সন্তান মোহাম্মদ জিহাদ মোল্লা (১৫) এবং নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পাঁচ কামনে গ্রামের মৃত তোরাব মোল্লার ছেলে গণি মোল্লা (৩৫)। বিজিবির একটি সূত্র জানা যায়, দুই বছর আগে ওই চার বাংলাদেশি কাজের সন্ধানে ভারতে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন এবং অন্য পরিবারের একজন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে আসার সময় ভারতের পুলিশের হাতে তারা গ্রেফতার হন। সেখানে দুই মাস কারাভোগ করেন তারা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

তেঁতুলিয়া সীমান্তে ১৩ জনকে পুশ-ইনের চেষ্টা রুখে দিলো বিজিবি

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার মাঝি পাড়া সীমান্তে নারী ও শিশুসহ ১৩ জনকে বাংলাদেশে পুশ -ইনের চেষ্টা করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। তবে বিজিবির বাধার মুখে আবার ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। শনিবার (১১ জুলাই) সকালে পঞ্চগড় -১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন তেঁতুলিয়া উ পজেলার শালবাহান ইউনিয়নের মাঝিপাড়া সীমান্তের মেইন পিলার ৪৩৪ এর ৫ নম্বর সাব পিলার এলাকা দিয়ে তাদের পুশ-ইনের চেষ্টা করা হয়। বিজিবি সূত্র জানায়, মাঝিপাড়া সীমান্তের বিপরীতে ভারতের নয়াবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা শনিবার ভোরে শিশুসহ ১৩ জনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। এসময় বিজিবির টহলদল পুশ-ইনের চেষ্টা প্রতিহত করে। বিজিবির কঠোর অবস্থানের মুখে তাদের ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় বিএসএফ। পঞ্চগড় ১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেনেন্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ কায়েস বলেন , পুশ-ইনের চেষ্টার শি কার ব্যক্তিরা ভারতের অভ্যন্তরে ছিল। দায়িত্বরত বিজিবি সদস্যদের তৎপরতায় তারা দেশে প্রবেশ করতে পারেনি। বর্তমানে সীমান্তের শূন্যরেখায় কোনো ব্যক্তির অবস্থান বা চলাচল নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং পুরো এলাকায় বিজিবির নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

একসময় আমলারা খিচুড়ি রান্না-কচুরিপানা পরিষ্কার করতে বিদেশ যেতেন

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেছেন , একসময় সরকারি আমলারা খিচুড়ি রান্না করতে , কচুরিপানা পরিষ্কার করতে বিদেশে যেতেন। সেই দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় স্পোর্টস কালচার, ফ্যামিলি ভ্যালুস, ডিবেট, লার্নিং উইথ হ্যাপিনেসের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। শনিবার (১১ জুলাই) সকালে সাভারের নলাম এলাকায় গণ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্পোর্টস কালচার, ফ্যামিলি ভ্যালুস, ডিবেট, লার্নিং উইথ হ্যাপিনেসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটিই সরকারের মূল উপাদান, যা প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তিনি এমন একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে চান , যারা শিক্ষাকে আনন্দময় হিসেবে গ্রহণ করবে। এহসানুল হক মিলন বলেন, নতুন কারিকুলামে চতুর্থ শ্রেণি থেকেই লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস, স্পোর্টস ও কালচার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি পারিবারিক মূল্যবোধ , ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও আদর্শ ধাপে ধাপে সব শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত ও নির্মোহ ইতিহাসও কালানুক্রমিকভাবে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হচ্ছে। এসময় তিনি বলেন , এবারের পাঠ্যপুস্তকে অনেকাংশে পরিমার্জন আনা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে পুরো কারিকুলাম পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এটি বললেই পরিবর্তন হয়ে যায় না , এর জন্য সময় লাগে। সরকার সেইভাবেই এগোচ্ছে, যাতে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সীমান্তে ভারত সুড়সুড়ি দিচ্ছে: জামায়াত আমির

সীমান্তের প্রসঙ্গ টেনে জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা . শফিকুর রহমান বলেছেন, সীমান্তে সুড়সুড়ি দিচ্ছে প্রতিবেশী ভারত। সরকার মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। আমরা প্রতিবাদ করছি , জনগণ প্রতিবাদ করছে। শুধু প্রতিবাদ করছে না সরকার। তিনি বলেন, প্রতিরোধ করার জন্য বিজিবির সৈনিকদের সঙ্গে সমানতালে জনগণ লড়াই করে যাচ্ছে। আমরা এই সংগ্রামী বীরদের অভিনন্দন জানাই। শনিবার (১১ জুলাই) বিকেলে রংপুর জিলা স্কু ল মাঠে ১১ দলীয় জোট আয়োজিত বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জামায়াত আমির। সীমান্ত ইস্যুতে সরকারের সমালোচনা করে ডা . শফিকুর রহমান আরও বলেন , `সরকারের মুখ থেকে এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত একটা শব্দও আসেনি। কার ভয়ে ? কাকে খুশি করার জন্য ? কোন দে শের শাসক আপনারা? বাংলাদেশের জনগণের নাড়ির পালস বোঝার চেষ্টা করুন। জনগণের অভিপ্রায় আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে মেহেরবানি করে অবস্থান নেবেন না। নিলে কী হয় , সম্প্রতি ইতিহাস থেকে সবারই সবক গ্রহণ করা উচিত। , গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের কবর দেওয়া হবে বলেও মন্তব্য করেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, `আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্যে , সংস্কারের উদ্দেশ্যে গণভোট চেয়েছি। বাংলাদেশের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন —ভোট দেবেন দুটো , একটি আমার দলকে , আরেকটি গণভোটে `হ্যাঁ,। তিনি প্রথমটা রক্ষা করেছেন, দ্বিতীয়টা রক্ষা করেননি।, শফিকুর রহমান বলেন, `আমাদেরকে বিভিন্নভাবে এই গণভোট বাস্তবায়নের দাবি থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক কথা বলা হচ্ছে। পরিষ্কার কথা —আমরা জাতির সঙ্গে বেইমানি করতে পারবো না। জাতিকে আমরা কথা দিয়েছি , লড়াই আমরা করে যাবো। গণভোট বাস্তবায়নে বাধ্য করবো ইনশাআল্লাহ। এক চুল পরিমাণও আমরা সরবো না। এই আবু সাঈদের রক্তে ভেজা রংপুরে আরেকবার এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে গেলাম।, তিস্তা প্রসঙ্গ তুলে ধরে জামায়াত আমির বলেন, ”আমাদের দ্বিতীয় কথা, তিস্তা অঞ্চলের মানুষের দুঃখ। আমরা নির্বাচনে র আগে বলেছিলাম , আমরা নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে তিস্তার বালুচরে কোদাল মেরে প্রথমেই বাংলাদেশের উন্নয়নের যাত্রা শুরু করবো। দুঃখের বিষয় , তিস্তা নিয়ে বর্তমান সরকার অনেক ভালো ভালো কথা বলছে। নির্বাচনের আগে `জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাও, আন্দোলন করেছে। কিন্তু তিস্তা নিয়ে এই বাজেটে ১০ টাকারও কোনো বরাদ্দ নেই। আমরা আর কথার ফুলঝুরি শুনতে চাই না , দেখতে চাই না। আমরা বাস্তব পদক্ষেপ দেখতে চাই। „ তিনি বলেন, `এই সরকার যদি ব্যর্থ হয় , আগামীতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সহযোগিতা, দোয়া, ভালোবাসা, সমর্থনে ভোটে নির্বাচিত হয়ে ১১ দলীয় সরকার গঠন করে সেই দাবি বাস্তবায়ন করবো ইনশাআল্লাহ।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ডা পাভেলকে দেখতে হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী

বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা . মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেলকে দেখতে গুলশানের কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে গেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (১১ জুলাই) বিকেল ৪টার দিকে হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ ডা. পাভেলের শয্যাপাশে কিছু সময় অবস্থান করেন তিনি। এ সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের কাছ থেকে তার শারীরিক অবস্থা ও চলমান চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

সরকারি চাকরিতে ৫ লাখের বেশি পদ শূন্য, বাড়ছে চাকরি প্রার্থীদের হতাশা

দেশের বেসামরিক সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের এক -চতুর্থাংশের বেশি এখনো শূন্য। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ʽস্ট্যাটিসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফ -২০২৫,-এর খসড়া অনুযায়ী, অনুমোদিত ১৯ লাখ ৮৬ হাজার পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন ১৪ লাখ ৬৪ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী। ফলে ৫ লাখ ২২ হাজার পদ খালি রয়েছে। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো . আব্দুল বারী বলেন, সরকার শূন্য পদে নিয়োগ এবং কর্মসংস্থান —দুই বিষয়েই গুরুত্ব দিচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা কমাতে কার্যকর উপায়ও খুঁজে দেখা হচ্ছে। জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ফিরোজ মিয়ার মতে, এসব শূন্য পদ পূরণ হলে প্রায় পাঁচ লাখ পরিবারের ২০ থেকে ২৫ লাখ মানুষ উপকৃত হবেন। এতে একদিকে কর্মসংস্থান বাড়বে , অন্যদিকে সরকারি সেবার মানও উন্নত হবে। তবে নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে হতাশ চাকরিপ্রার্থীরা। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও মাসের পর মাস পরীক্ষা হয় না। আবার নিয়োগ -সংক্রান্ত মামলা ও প্রশাসনিক জটিলতায় বছরের পর বছর পদ শূন্য থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী, দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ২৪ হাজার। এর মধ্যে ৮ লাখ ৮৫ হাজার বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক। সাবেক সচিব আশফাকুর রহমান মনে করেন , নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা গেলে দীর্ঘদিন শূন্য থাকা পদ দ্রুত পূরণ করা সম্ভব হবে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ এলিনা)

ঢাকা মেডিকেলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) ৮০ বছর পূর্তি ও ৮১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (১১ জুলাই) সকাল সোয়া ১০টায় ঢামেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ʽ২০ হোস্টেল প্রকল্প ,-এর আওতায় দু ,টি ছাত্রী হোস্টেলের নির্মা ণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। এ ছাড়াও আলোচনা সভায় অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর এ পরিদর্শনকে ঘিরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ এলিনা)

জেলা-উপজেলার হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে সরকার

ঢাকা থেকে রোগীর চাপ কমাতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালকে আরও সক্ষম করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (১১ জুলাই) ডিএমসি ডে-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন সমস্যা এবং চলমান নানা বিষয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী সরকারের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে নেয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি রাজধানীকেন্দ্রিক চিকিৎসাসেবার ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে চিকিৎসকদের শহরের পা শাপাশি গ্রামাঞ্চলেও সমান গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসাসেবা প্রদানের আহ্বান জানান তিনি। এর আগে সকালে ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে পৌঁছান। তার আগমনকে ঘিরে সকাল থেকেই ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তার সহধর্মিণী ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী ডা . জুবাইদা রহমান। এর আগে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে ঢামেকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। শহীদ মিনার এলাকায় পৌঁছালে ঢা কা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, তিতুমীর কলেজ এবং ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে স্লোগান ও শুভেচ্ছার মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানান।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশিদের জন্য সৌদির নতুন ভিসা সুবিধা, প্যাকেজেই মিলবে ই-ভিসা

বাংলাদেশসহ সাত দেশের নাগরিকদের জন্য নতুন ʽভিসা প্যাকেজ, কর্মসূচি চালু করেছে সৌদি আরব। এই ব্যবস্থায় অনুমোদিত ভ্রমণ প্যাকেজ বুকিং করলেই আলাদা ভিসা আবেদনের ঝামেলা ছাড়াই ইলেকট্রনিক পর্যটন ভিসা (ই-ভিসা) পাওয়া যাবে। শুক্রবার গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সৌদি আরবের পর্যটন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রথম ধাপে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মিসর, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া ও মেক্সিকোর নাগরিকরা এ সুবিধার আওতায় আসছেন। ভবিষ্যতে আরও দেশের নাগরিকদের এই কর্মসূচিতে যুক্ত করা হবে। নতুন ব্যবস্থায় ভ্রমণকারীরা একটি সমন্বিত প্যাকেজের মাধ্যমে যাওয়া -আসার বিমান টিকিট, অনুমোদিত হোটেলে থাকার ব্যবস্থা এবং ই-ভিসা একসঙ্গে নিতে পারবেন। ফলে ভিসার জন্য আলাদা আবেদন বা দূতাবাসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে প্যাকেজ বুকিংয়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ই-ভিসা ইস্যু করা হবে। পরে ভিসা, ভ্রমণ বিমা ও প্রয়োজনীয় নথি ই -মেইলে পাঠানো হবে। এ সেবার জন্য এখন পর্যন্ত রিজার্ভাল ও আলমোসাফের—এই দুটি ট্রাভেল এজেন্সিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নতুন কর্মসূচির আওতা য় দেওয়া ভিসার

মেয়াদ হবে তিন মাস। এটি একবার প্রবেশের (সিঙ্গেল এন্ট্রি) সুযোগ দেবে। এ ভিসায় ভ্রমণকারীরা সর্বনিম্ন দুই দিন থেকে সর্বোচ্চ ৮৮ দিন পর্যন্ত সৌদি আরবে অবস্থান করতে পারবেন। প্যাকেজে থাকতে হবে নিশ্চিত বিমান টিকিট , পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত কমপক্ষে চার তারকা মানের হোটেল এবং ই-ভিসার আবেদন। প্রথম দুই দিনের জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্কের ন্যূনতম প্যাকেজ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার সৌদি রিয়াল। এরপর প্রতিদিন অতিরিক্ত ১ হাজার রিয়াল করে যোগ হবে। ভিসা ইস্যু ও ভ্রমণ বিমাসহ মোট ভিসা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০২ দশমিক ২১ সৌদি রিয়াল। তবে এ প্যাকেজে ওমরাহ-সংক্রান্ত কোনো সেবা বা মক্কা-মদিনায় থাকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যদিও ই-ভিসাধারীরা সৌদি আরবে প্রবেশের পর দেশটির বিভিন্ন স্থানে , এমনকি মক্কা ও মদিনাতেও ভ্রমণ করতে পারবেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ এলিনা)

১২–২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীদের জন্য আসছে রেশন সুবিধা

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১২ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রেশন সুবিধা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের সরকারি কর্মী দের আর্থিক চাপ কমাতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অর্থ বিভাগের সচিবকে নির্দেশনা দিয়ে চিঠি দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। চিঠিতে প্রস্তাবটির অগ্রগতি নিয়মিত জানাতে বলা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সূত্র জানায় , ১২ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের রেশন সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে হবে। পাশাপাশি তিন মাস পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জানা গেছে , গত ৩ মে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনে পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় অনেক সরকারি কর্মচারী আর্থিক সংকটে পড়ছেন। ফলে তাদের ওপর মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে , যা দায়িত্ব পালনে প্রভাব ফেলতে পারে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন অধিশাখার উপ-সচিব মো. মামুন বলেন, ডিসি সম্মেলনে উত্থাপিত উন্নয়ন প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে করণীয় জানানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পাঠাতে বলা হয়েছে। জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব ফিরোজ মিয়া এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন , দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে রেশন সুবিধা সরকারি কর্মচারীদের জন্য সহায়ক হতে পারে। তবে সুবিধা বিতরণে স্বচ্ছতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রস্তাবিত সুবিধার আওতায় ১২তম গ্রেডের বিভিন্ন পদ যেমন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক , হিসাব সহকারী, অডিটর ও জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর এবং ২০তম গ্রেডের অফিস সহায়ক , নিরাপত্তা প্রহরী, পিয়ন, মালী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী , পুলিশ, বিজিবি, আনসার, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিসসহ কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা সুলভ মূল্যে রেশন সুবিধা পেয়ে থাকেন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ এলিনা)

যারা স্কুল ফিডিংয়ে নিম্নমানের খাবার দিচ্ছে তারা মানবতার শত্রু: রিজভী

আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষার অভাবে সমাজে অধঃপতন ও মাদকের প্রসার ঘটছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। (শনিবার দুপুরে রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ মন্তব্য করেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন , `শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই বলে টেকসই শিক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে না।, শিক্ষকদের থেকে ডেডিকেশন হারিয়ে যাচ্ছে বলে শিক্ষাব্যবস্থা নিম্নগামী বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শিক্ষকরা প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ না হলে শিক্ষার্থীরা আলোকিত হবে না বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রীর এ উপদেষ্টা। এ সময় শিক্ষার উৎকর্ষতা সাধন সরকারের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা উল্লেখ করে তিনি বলেন, `অসাধু ঠিকাদাররা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে স্কুল ফিডিংয়ে নিম্নমানের খাবার দিচ্ছে।, যারা স্কুল ফিডিংয়ে নিম্নমানের খাবার দিচ্ছে তাদের মানবতার শত্রু বলেও অভিহিত করেন রুহুল কবির রিজভী।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৭.২০২৬ এলিনা)

জালিয়াতি রোধে ভোটার হতে লাগবে পরিবারের সবার এনআইডির তথ্য

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জালিয়াতি রোধে নতুন উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভবিষ্যতে কেউ ভোটার হতে চাইলে শুধু বাবা-মায়ের নয় , পরিবারের অন্য সদস্যদের —বিশেষ করে ভাইবোনদের —জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যও দিতে হতে পারে। একই সঙ্গে ১৫ বছর পর এনআইডি নবায়ন বাধ্যতামূলক করার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলছে, রোহিঙ্গাসহ বিদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে এনআইডি সংগ্রহের সুযোগ কমানো এবং পরিচয় যাচাই আরও নির্ভুল করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইসি সূত্র জানায় , বর্তমানে ভোটার নিবন্ধনের সময় আবেদনকারীকে বাবা ও মায়ের এনআইডির তথ্য দিতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী , ভাইবোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের এনআইডির তথ্যও দিতে হবে। এভাবে একটি `ফ্যামিলি ট্রি, বা পারিবারিক তথ্যভান্ডার তৈরি

করা হবে , যার মাধ্যমে আবেদনকারীর পরিচয় সহজে যাচাই করা সম্ভব হবে। ইসির কর্মকর্তারা জানান , চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ নিবন্ধন পদ্ধতি চালুর ফলে রোহিঙ্গাদের সেখানে এনআইডি নেওয়া কঠিন হয়েছে। তবে তারা এখন দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দালালদের সহায়তায় জালিয়াতির মাধ্যমে এনআইডি সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। নতুন ব্যবস্থা চালু হলে এ ধরনের জালিয়াতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। শুধু বিদেশি নাগরিক নয় , দেশের অনেক নাগরিকও বিভিন্ন কারণে এনআইডিতে বাবা-মায়ের নাম বা অন্যান্য তথ্য পরিবর্তনের আবেদন করেন। অনেক ক্ষেত্রে ভুয়া কাগজপত্রও জমা দেওয়া হয়। পরিবারের সদস্যদের তথ্য একসঙ্গে যুক্ত থাকলে এসব তথ্য সহজেই মিলিয়ে দেখা যাবে। ফলে জালিয়াতির সুযোগ কমবে। ইসির কর্মকর্তারা আরও বলেন , পরিবারের সদস্যদের তথ্য একটি ডেটাবেজে সংযুক্ত থাকলে পরিচয় যাচাই দ্রুত করা যাবে। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন অনুযায়ী নাগরিকের পরিচয় সহজে নিশ্চিত করতে পারবে। ভবিষ্যতে ওয়ারিশ–সংক্রান্ত সেবাও এ তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া সম্ভব হবে। এ বিষয়ে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন , `ফ্যামিলি ট্রি, ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি পর্যালোচনায় রয়েছে। প্রক্রিয়া শেষ হলে এটি বাস্তবায়ন করা হবে । তিনি বলেন , নতুন ব্যবস্থায় ভোটার নিবন্ধনের সময় আবেদনকারীকে বাবা-মায়ের পাশাপাশি ভাইবোনদের এনআইডির তথ্যও দিতে হবে। এতে এনআইডি জালিয়াতি কমবে এবং পরিবারের তথ্য এক জায়গায় সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজঃ ১১.০৭.২০২৬ এলিনা)

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিরোধ যুদ্ধ না করলে দেশ এখনো পাকিস্তান থাকতোঃ স্পিকার

জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা জাতির ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এই রেজিমেন্টের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে এবং এ ইতিহাসকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা উচিত। এসময় তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে প্রতিরোধ যুদ্ধ না করলে বাংলাদেশ এখনো পাকিস্তান থাকতো। শনিবার রাজধানীর মহাখালীর রাওয়া ক্লাবে `মুক্তিযুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভূমিকা, শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্পিকার বলেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈনিক যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবেন। তিনি দাবি করেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দেশের ১৮টি জেলার মধ্যে একমাত্র সিলেট জেলা শহর মুক্তিবাহিনী একক প্রচেষ্টায় দখল করেছিল এবং সেই অভিযানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি জানান, ১৫ ডিসেম্বর এমসি কলেজ এলাকায় পরিচালিত ওই অভিযানে তিনি দু,টি কোম্পানির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউদ্দিনকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি কোনো আপস করেননি। তিনি বলেন, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার চেতনা হলো দেশের স্বার্থে সত্য কথা বলতে দ্বিধা না করা। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিটি সৈনিক ও কর্মকর্তা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা জাতির জন্য গর্বের বিষয়। পাকিস্তানিদের `বাঙালিরা মার্শাল রেস নয়,'এ ধারণা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। স্পিকার বলেন, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী জনগণের প্রভু নয়, জনগণের সেবক। স্বাধীনতার পর থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা জাতীয় সংকট' সব ক্ষেত্রেই সশস্ত্র বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় একইভাবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবদান হয়তো এখনো যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়নি, তবে একদিন দেশের ইতিহাসে জনগণের পক্ষে দাঁড়ানো বীর সেনানীদের অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়িত হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজঃ১১.০৭.২০২৬ আসাদ)

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের ক্ষমা চাইতে হবেঃ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে একাত্তরে যাদের ভূমিকা বিতর্কিত ছিল, তাদের অকপটে সেই দায় স্বীকার করে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমদ আযম খান। শনিবার রাজধানীর `রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া), আয়োজিত `দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়, শীর্ষক আলোচনাসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, `আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, তাদের বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তা না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও জাতির জন্য বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া কঠিন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ও গণতন্ত্রকে ধারণ করতে হবে।, তিনি বলেন, "১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ম্যানেজার বাংলোয় অনুষ্ঠিত সভায় জেনারেল এম এ জি ওসমানীর সভাপতিত্বে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সভায় তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান যুদ্ধের নাম `মুক্তিযুদ্ধ, রাখার এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব জেনারেল ওসমানীর হাতে অর্পণের প্রস্তাব দেন। সেই ঐতিহাসিক সভার স্মৃতি সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে নামফলক স্থাপনের কাজ চলছে।„ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনকারী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের অবদানের কথা উল্লেখ

করে আহমদ আযম খান বলেন, `খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের অখণ্ডতা রক্ষায় নিয়োজিত সদস্যদেরও যথাযথ সম্মান জানাতে মন্ত্রণালয় কাজ করবে।, `সম্মানটাই বড় বিষয়, টাকা নয়,'যোগ করেন তিনি। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী ও পেশাদার হিসেবে গড়ে তোলা হবে।তিনি বলেন, `প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশ গঠনে জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের বিভাজন ভুলে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে।,

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ আসাদ)

সরকার সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা নিয়ে বন্যার্ত মানুষের পাশে রয়েছে: মাহদী আমিন

সরকার সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশের প্রতিটি বন্যার্ত মানুষের পাশে রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। শনিবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দেশব্যাপী চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেওয়া নানা উদ্যোগ ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরে তিনি এসব কথা বলেন।মাহদী আমিন বলেন, দেশজুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন স্থানে বন্যা, পাহাড়ধস ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান- এই পাঁচটি জেলায় জনমানুষের অবর্ণনীয় কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক এই পরিস্থিতি নিজে এবং তাঁর টিম মেম্বারদের মাধ্যমে মনিটরিং করছেন।সরকারের এই মুখপাত্র জানান, `গতকালই শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এই পাঁচ জেলার স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, ডিসি, এসপি, সিভিল সার্জন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।, তিনি বলেন, `আগামীকালও (রোববার) প্রধানমন্ত্রী দেশের সব বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। উদ্ধার তৎপরতায় ইউএনও, ডিসি, এসপি থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিটি পর্যায়ের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা হয়েছে।,

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ আসাদ)

ডিসেম্বর-জানুয়ারি না, আমরা আপনাকে কালকেই চাই

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে বলেছেন, `ডিসেম্বরে আসবেন না জানুয়ারিতে আসবেন, সেটা আপনার ব্যাপার। কিন্তু আপনাকে তো আমরা কালই চাই। অতএব কোনো স্ট্যান্ডবাজি করবেন না। আমাদের এখানে আর কোনো অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করবেন না। বাংলার মানুষ আর কোনো অস্থিতিশীল পরিবেশ গ্রহণ করবে না।, শনিবার বিকেলে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানবিষয়ক অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রকাশনা সিরিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, একটি সরকার কতটা নিষ্ঠুর হলে নিরস্ত্র মানুষের ওপর দিনের পর দিন নির্বিচারে গুলি চালাতে ও হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে, জুলাইয়ের ঘটনাপ্রবাহ তার উদাহরণ। তাঁর দাবি, টানা ৩৬ দিন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালানো হয়েছে এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই এসব কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, `আপনি যদি জনগণের সরকার হতেন, দেশের মানুষের প্রতি যদি আপনার মমত্ববোধ থাকত, তাহলে কখনো এভাবে নির্মম আচরণ করতে পারতেন না। প্রতিদিন বাহিনীকে মাঠে নামানো হয়েছে, সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। এরপরও কীভাবে আশা করেন যে দেশের মানুষ আপনাকে আবার গ্রহণ করবে?, চিফ প্রসিকিউটর বলেন, বর্তমান সরকার শুধু জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদের বিচারই করছে না, বরং সংশ্লিষ্ট অপরাধের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংগঠন হিসেবে সংঘটিত অপরাধের অভিযোগও তদন্ত করছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ আসাদ)

ভাঙ্গায় বাস-পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৫

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় যাত্রীবাহী বাস ও মুরগিবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত পৌনে ৮টার দিকে ভাঙ্গা উপজেলার সোয়াদী এলাকায় ঢাকা-ভাঙ্গা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানা যায়নি।পুলিশ জানায়, মুরগিবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আবু জাফর জানান, ডিমভর্তি একটি গাড়ি দুর্ঘটনাকবলিত হলে ওই গাড়িটি উদ্ধারের জন্য এলাকাবাসী এগিয়ে আসে। তখন বিপরীত দিক

থেকে একটি যাত্রীবাহী পরিবহন স্থানীয় লোকজনের ওপর উঠে গেলে বেশ কয়েকজন মারা যায়। মৃতের সংখ্যা কত, তা এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ আসাদ)

১৬ জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রাম বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত

বন্যা পরিস্থিতি বিবেচনায় ডিসিদের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনস্থ সব জেলার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ও কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছেন। সরকার দায়বদ্ধতা ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। উপদেষ্টা আরও বলেন, দুর্গত এলাকায় প্রশাসনের সঙ্গে মিটিং করে জনগণের পাশে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিটি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তার নির্দেশনা অনুযায়ী। দলীয় নেতাকর্মীদের ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য বলেছেন তিনি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

US WANTS IRAN TO PLEDGE TO STOP SHOOTING AT SHIPS IN HORMUZ

The US wants Iran to publicly state that the Strait of Hormuz is open and to pledge to stop firing on commercial ships as part of negotiations due to be held in Oman on Saturday. US media cited unnamed officials as saying Tehran had privately acknowledged to President Donald Trump's advisers that the shooting at ships was a mistake, though the Iranians reportedly pinned the blame on a rogue internal group. Trump has said both sides have agreed to continue talks despite this week's fighting over the Strait of Hormuz, which the White House saw as a violation of the ceasefire. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said his country had "kept its word" on the ceasefire, saying on X the US had violated the deal. (BBC News Web Page: 11/07/26, FARUK)

SPAIN BATTLES TO CONTAIN ONE OF ITS DEADLIEST WILDFIRES AS 12 KILLED

Hundreds of firefighters in Spain are still battling to contain pockets of flames in the south east after one of the country's worst-ever wildfires. Emergency services have been deployed around the village of Bedar where 12 people have been killed - among them four Britons, according to Spanish authorities. Another 23 people are still missing. Local officials in the Los Gallardos area of Almeria have warned the number of dead could rise, with fears that more Britons are among those killed. A sustained heatwave with temperatures of around 40C has caused wildfires across Southern Europe this summer, particularly in France, Portugal and Spain. Soaring temperatures, incredibly dry ground and powerful winds led to the Los Gallardos fire spreading quickly on Thursday afternoon.
(BBC News Web Page: 11/07/26, FARUK)

NEW DINOSAUR SPECIES AS LONG AS CRICKET PITCH DISCOVERED IN THAILAND

Palaeontologists in Thailand say they have discovered a new species of dinosaur from fossils found in Kalasin Province in the country's north-east. The plant-eating dinosaur, named Uragasaurus kalasinensis, is thought to have lived about 150 million years ago. It had an unusually long neck and measured up to 20m - roughly the length of a cricket pitch. The site where the discovery was made, Phu Noi, contained a wide variety of fossils from the Late Jurassic period. More than 90% of the fossils excavated from the site were dinosaur fragments. When the survey team went to explore the site it found other fossils such as dinosaur teeth and bones. (BBC News Web Page: 11/07/26, FARUK)

SMALL PLANE CRASH IN BAHAMAS KILLS 10 PEOPLE

Nine passengers and a pilot have died in a small plane crash in the Bahamas, officials said. The light aircraft was making a short trip from Lynden Pindling International Airport, near capital Nassau, San Andros Airport when it "reportedly encountered difficulties" and crashed into bushes prior to landing, the country's Aircraft Accident Investigation Authority said in a statement. The fatal crash is occurred on the day of the Bahamas 53rd independence anniversary. Prime Minister Philip Davis initially said there was one survivor, although he confirmed hours later that the person had died from their injuries. The details of the people on board, including their age and names, have not been released.
(BBC News Web Page: 11/07/26, FARUK)

PEOPLE EVACUATED AS TYPHOON BAVI BARRELS TOWARDS CHINA

More than 6,00,000 people have been evacuated from their homes in China as Typhoon Bavi barrels towards the country after hitting Japan's Sakishima islands and grazing northern Taiwan. Chinese authorities said on Saturday more than half a million people were evacuated in the eastern Zhejiang province and another 1,00,000 in neighbouring Fujian province. Bavi is expected to make landfall in Wwnzhou, a densely populated city in Zhejiang, in the early hours of Sunday, and is expected to bring heavy rains. Although significantly weakened since it thundered through the US Pacific islands on Monday and tracked northwest, Typhoon Bavi remains a significant risk due to the large volumes of moisture it carries in its rain bands. (BBC News Web Page: 11/07/26, FARUK)

SPEEDBOAT ACCIDENT IN SOUTHERN VIETNAM KILLS 15 INDIAN TOURISTS

Fifteen Indian tourists have died after their speedboat capsized near southern Vietnam's Phu Quoc island. Authorities confirmed the incident on Saturday and said the boat was carrying 32 Indian tourists and four crew members when it overturned. A total of 21 people were rescued and those injured have been hospitalized. The cause of the accident is not yet known. Local media reported that the speedboat had left the popular Hon May Rut Ngoai island after noon on Saturday and was returning to the An Thoi International Port when the accident occurred - about 400 metres from the tourist location. Many of the victims were trapped inside the vessel, making the rescue difficult, VN Express reported.
(BBC News Web Page: 11/07/26, FARUK)

US PAYS OUT $3M TO VICTIMS OF MYSTERY HAVANA SYNDROME CONDITION

The US government has paid nearly $3m in compensation to victims of so-called Havana Syndrome, a mysterious neurological condition reported by spies, diplomats and their families. The payments are the first to be made to US agency staff in relation to the illness, reports of which began emerging a decade ago by CIA officers working in the Cuban capital. Since then, American staff based elsewhere, including China, have reported "anomalous health incidents". Sufferers have described symptoms such as hearing a low him, clicks, squeals and "grinding metal" while others reported intense pressure on the skull, dizziness and nausea. The US Department of Defence said it would continue to priorities "the care of affected personnel" as it announced the compensation, paid out under the Havana Act which was signed into law in 2021. (BBC News Web Page: 11/07/26, FARUK)

::THE END::